ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১১ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংসদে পেশ হওয়া সিএজি রিপোর্টে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বড়সড় গরমিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতেও বড়সড় গরমিল। সংসদে এই প্রকল্প নিয়ে পেশ হওয়া সিএজি রিপোর্টে বড়সড় গরমিলের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, শুধু গরমিল নয়, এটা বড়সড় কেলেঙ্কারি'। সিএজির রিপোর্ট অনুযায়ী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে। স্রেফ ৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ এই নম্বরেই নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে ৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮২০টি অ্যাকাউন্ট। ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮-এই নম্বরে নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার অ্যাকাউন্ট। প্রায় ৯৬ হাজার অ্যাকাউন্ট নথিভুক্ত ৯০০০০০০০০০ নম্বরে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ অ্যাকাউন্ট নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে ভুয়ো নম্বরে। এই অ্যাকাউন্টগুলির আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা, সেটাই এখন প্রশ্ন। এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে কেউ টাকা পেয়ে থাকলে সেই টাকা কোথায় গেল সে প্রশ্নও উঠছে। এছাড়াও একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে। একাধিক রাজ্যে দেখা যাচ্ছে, চিকিৎসা চলাকালীন কোনও রোগীর মৃত্যু হওয়ার পরও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় তাঁর চিকিৎসার খরচ বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই সংখ্যাটাও প্রায় ৮০ হাজার। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক হাসপাতালে ভরতি থাকার দাবি করে এই প্রকল্পের আওতায় টাকা তুলেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সিএজি রিপোর্ট বলছে, আয়ুষ্মান ভারতে নথিভুক্ত প্রায় ৪৩ হাজার পরিবার এমন রয়েছে যাতে সদস্য সংখ্যা ১৫ জন থেকে শুরু করে ২০১ জন পর্যন্ত। যা কিনা অসম্ভব। এক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশনে গড়বড় হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। একের পর এক গরমিলের অভিযোগের মুখে কেন্দ্র অবশ্য সবটাই অস্বীকার করছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, কোথাও কোথাও রেজিস্ট্রেশনের গণ্ডগোল হতে পারে। তার মানে এই নয় যে এই প্রকল্পে কোনও দুর্নীতি হয়েছে বা কেলেঙ্কারি হয়েছে।

মণিপুরে গণধর্ষনের ঘটনা আরও একটি মামলা দায়ের

ইম্ফল, ১০আগস্ট (হি. স) : গত ৩ মের চুরাচাঁদপুর গণধর্ষণ মামলায় বিষ্ণুপুর মহিলা থানায় আরেকটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই এফআইআরটি ৯ আগাস্ট একজন আক্রান্ত মেইতি মহিলা দায়ের করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

নির্যাতিতা মেইতি মহিলা এফআইআর-এর রিপোর্টে জানিয়েছেন, ৩ মে যখন কুকি সম্প্রদায়ের কিছু অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা তাকে গণধর্ষণ করেছিল, তখন তিনি এবং অন্যান্যরা চুরাচাঁদপুরে তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে পারেননি।

এফআইআর নথিভুক্ত করার পাশাপাশি নির্যাতিতা মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হয়েছে। এর পর এফআইআরটি মহিলা থানা বিষ্ণুপুরে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী তদন্তের জন্য চুড়াচাঁদপুর থানাতেও পাঠানো হয়। এই মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬-ডি/৩৫৪/১২০-বি /৩৪ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি
মনোনয়ন জমা দেবার শেষ দিন ১৭ আগষ্ট, প্রত্যাহার ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন গত ৮ আগস্ট, ২০২৩ রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের শূন্য আসনে উপনির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে। এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র হল ২০-ব'নগর এবং ২৩-ধনপুর। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল রাজ্যে উপনির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরে একথা জানান। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নির্ঘন্ট অনুসারে রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩। আজ উপনির্বাচনের জন্য বি'প্তি জারি করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, ২০২৩। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে ১৮ আগস্ট ২০২৩। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২১ আগস্ট, ২০২৩। ভোট গণনা হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল জানান, ২০-বক্সনগর কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন সিপাহীজলা জেলার সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর। এছাড়া বিডিও ব'নগর, সোনামুড়া মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর এবং সোনামুড়া রেভিনিউ সার্কেলের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে থাকবেন। ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে থাকবেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা। এছাড়া এই কেন্দ্রে কাঁঠালিয়া ব্লকের বিডিও, সোনামুড়া মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর নং ৩ এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি জানান, ২০-ব'নগর কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৩ হাজার ৮৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২২ হাজার ১৬৬ জন এবং মহিলা ভোটার ২০ হাজার ৯২১ জন রয়েছেন। এছাড়াও সার্ভিস ভোটার ৭৫ জন, ৮০ উর্ধ ভোটার ৫১০ জন এবং দিব্যাঙ্গ ভোটার রয়েছেন ১৯৮ জন। ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৫০ হাজার ১৪৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২৫ হাজার ৯৪৪ জন এবং মহিলা ভোটার ২৪ হাজার ২০৩ জন রয়েছেন। তাছাড়াও এই কেন্দ্রে সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৮৫ জন, ৮০ উর্ধ ভোটার রয়েছেন ৭০৭ জন এবং দিব্যাঙ্গ

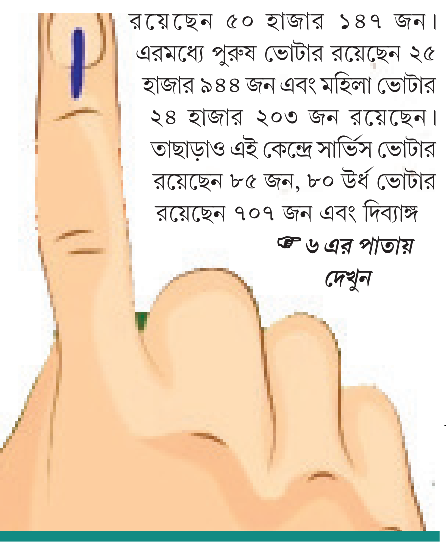

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় কংগ্রেসকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী

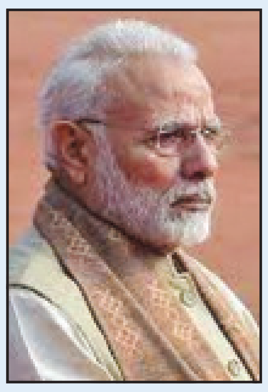

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): 'অনাস্থা প্রস্তাব ঈশ্বরের আশীর্বাদ' বলে উল্লেখ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরও বড় ব্যবধানে জিতে ক্ষমতায় ফেরার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার বিকেলে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর জবাবি ভাষণে ২০১৮ সালের অনাস্থা প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেবার অনাস্থার পর আমরা আরও বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছিলাম। ফলে বুঝতে হবে অনাস্থা প্রস্তাব আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। আর এবারেও পরের বছর ২০২৪ সালে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে আমরাই ক্ষমতায় ফিরব।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর জবাবি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, ''ভগবানের দয়ায় বিরোধীরা যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তা গ্রহণ করি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ বারবার আমাদের সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে, আজ আমি দেশের কোটি কোটি নাগরিকের প্রতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্পুইহিলে ফাঁটলের খোঁজে প্রকৌশলীরা
নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রযুক্তিবিদরা ব্যার্থ। জম্পুই পাহাড়ের তাক্সি গ্রামের বিভিন্ন স্থানে বিশাল ফাটলের মিলছে না কোন সুরাহা । ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গোটা জম্পুই পাহাড় জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মহকুমা শাসকের তরফ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসিরা ভয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে। এদিকে বুধবার জম্পুই পাহাড়ে সেচ্ছাসেবক টিম পাঠানো হয়েছে। ল্যান্ডসলাইটের কারণে কোন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলে তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজ চালানোর জন্যই আগে থেকেই সেচ্ছাসেবক দলকে তৈরি রাখা হয়েছে। অপরদিকে কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই যাওয়ার রাস্তা মরন ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যে কোন সময় জম্পুই যাওয়ার পথে পাহাড়ের উপর থেকে ধস পড়তে পারে বলে আশংকা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাক্সি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলি বুধবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এই ঘটনায় গোটা জম্পুই জুড়ে এখন আতংক বিরাজ করছে। এদিকে ভারত সরকারের নির্মাণ সংস্থা এন এইচ আই সি ডি এলের স্থানীয় প্রকৈশলীরা জানায় পাহাড়ের মাটি লুস মাটির জন্য এই অবস্থা হচ্ছে বলে তারা মনে করছে। এন এইচ এস আই ডি সি এলের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় প্রযুক্তিবিদরা এসে ফাটল সম্পর্কে কোন সুরাহা করতে পারছে না। অপরদিকে জম্পুই পাহাড়ের ফাটল ক্রমশ বেড়েই চলছে। এখন পর্যন্ত আটটি পরিবার পুরোপুরি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। ঘরের ওয়াল ভেঙ্গে সম্পুর্ন বসত বাড়িই তলিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চৌদ্দপুরুষের বসবাস করা বাড়ি তলিয়ে যেতে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন গ্রামবাসী। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা চোখের সামনে সবই নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে ত্যালকসী বাসীকে।

ডেঙ্গু রোধে মাঠে নামল পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। আজ সকাল থেকে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে আগরতলা পুর নিগমের নর্থ জোনালের ১৩নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত পরিবার ও সম্পূর্ণ এলাকায় মশা নিধনের জন্য ধোঁয়া ও ঔষধ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে এবং আগামী দিনেও এই ভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডেই করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুর নিগমের তরফে। পাশাপাশি জোনাল চেয়ারম্যান আবেদন করেন পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকরা যাতে নিজ নিজ বাড়িঘরের আবর্জনা জত্রতত্র রাস্তা এবং ড্রেনে না ফেলে মাসে ৬০টাকার বিনিময়ে সাফাই কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রেখে এক ত্রিপুরা সুস্থ্য ত্রিপুরা গড়ে তুলতে ।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত নর্থ জোনাল চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ, সেনিটারি ইন্সপেক্টর এবং ওয়ার্ড সেক্রেটারি এবং এলাকার নাগরিকগণ।

এদিকে সিপাহীজলা জেলায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হচ্ছে। গত ৩-৪ দিনে ডেঙ্গু সংক্রমণের ঘটনা খুবই কম। আজ সোনামুড়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন সিপাহীজলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ডেঙ্গু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটক নয় জন মানব পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত নয় জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে পাঁচজন ভারতীয় এবং চারজন বাংলাদেশী। আজ রাজ্য পুলিশের এআইজি জ্যোতিষমান দাসচৌধুরী জানিয়েছেন, গতকাল আগরতলা রেল স্টেশনে এই চক্রের পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আজ আরো চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শ্রীদাস চৌধুরী আরো জানান, এ চক্রটি জাল-ভারতীয় আধার কার্ড ভোটার আই কার্ড সহ নানা কাগজ তৈরি করতো। এই চক্রের পাখিদের গ্রেপ্তার করতে তদন্ত চলছে পুলিশের বলে জানিয়েছেন তিনি।

যান দুর্ঘটনার বলি দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। রাজ্যে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বড়জলা এবং বিশ্রাম গঞ্জের পাথালিয়া ঘাটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে দুই বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় উষা বাজার স্টেট ব্যাংক শাখার কর্মী আশীষ কুমার ঘোষ বৃহস্পতিবার কের চৌমুহনিস্থিত বাড়ি থেকে বাইক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেপ্টেম্বরে শুরু হচ্ছে ডেন্টাল কলেজের পঠন পাঠন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। বৃহস্পতিবার আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। কলেজের বিভিন্ন কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পঠনপাঠনের কাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়াও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সেই কারনে ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে আজ ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সবার আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় এই কলেজ চালু করার কাজ খুব কম সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়েছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং এই প্রজেক্টের সাথে যুক্ত অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

ছিনতাই বাজের কবলে পড়ে সর্বস্ত্র খোয়ালেন বাংলাদেশী পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। চুরি ছিনতাই-র ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে রাজ্যে। এবার ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়লো বাংলাদেশি পর্যটক। ছিনতাইবাজরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলো টাকা পয়সা সব কিছুই।

ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়। তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন চত্বরে ছিনতাই বাজের খপ্পরে পড়ে জরুরী নথি সহ টাকা পয়সা খোয়া গেল ২ বাংলাদেশি পর্যটকের, ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ। আশরাফ হোসেন এবং মাহমুদুল্লাহ হাসান নামের দুই বাংলাদেশি পর্যটক ভারতে এসেছিলেন চলতি মাসের ৫ তারিখ। ভারতে অবস্থানকালে শিলং,গৌহাটি সহ বিভিন্ন জায়গাতে ভ্রমণ করেছেন এই দুই পর্যটক। অবশেষে আগরতলা হয়ে বাংলাদেশ ফিরে যাবার পথে ঘটল অঘটন। অভিযোগ, ট্রেনে করে যাওয়ার সময় তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে ঢোকার একটু আগে চলতি ট্রেন থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবক তাদের মধ্যে মাহমুদুল্লাহর সঙ্গে থাকা ব্যাগ ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় হতবাক দুই তরুণ বাংলাদেশী পর্যটক। এরপর স্থানীয়দের সহায়তায় তেলিয়ামুড়া থানায় এসে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দুই বাংলাদেশী পর্যটক। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় পর্যটকদের দাবি,, তাদের যে ব্যাগটা ছিনতাই করা হয়েছে তার মধ্যে আন্তর্জাতিক এ.টি.এম কার্ড সহ তাদের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু কাগজপত্র এবং ভারত ও বাংলাদেশের কিছু টাকা ছিল। পাশাপাশি তাদের আবেদন থানা কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ করে তাদের এই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুলো সহ ব্যাগ উদ্ধার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেন পালন করে।

বাংলাদেশ থেকে দুই পর্যটক ভারতে ঘুরতে এসে ফিরে যাবার পথে তেলিয়ামুড়ার মতো জায়গায় এভাবে ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে সর্বত্রই।

জিবি হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। সিধাই মোহনপুর নিবাসী ৬০ বছর বয়সী সাবিত্রী সরকার দীর্ঘদিন ধরে হার্টের সমাস্যায় ভুগছিলেন। তার বুকে ব্যথা হত ও তিনি হাঁপিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝেই পেটে অলসারের কারণে ম্যালিনায় ভুগে হাসপাতালে রক্ত নিতে ভর্তি হতেন। জিবি হাসপাতালে থাকাকালে পরীক্ষায় তাঁর হৃদযন্ত্রের এয়োর্টিক ভালব বিকল হয়ে গেছে বলে ধরা পরে। সিটিভিএস বিভাগে তাঁর অতি সত্বর এয়োর্টিক ভালব প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। সমস্যা হল এয়োর্টিক ভালব প্রতিস্থাপন করলে সারা জীবন এন্টিকোয়াগুলেশন মেডিসিন খেতে হয় তাতে তার বরাবর পেট থেকে রক্তপাত ও ম্যালিনার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার চিন্তা থাকবে। অবশেষে তার ক্ষেত্রে বিশেষ টিস্যু ভালব প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থায় রোগীনিকে সারাজীবন এন্টিকোয়াগুলেশন মেডিসিন খাওয়ার প্রয়োজন নেই এবং তার ফলে অহেতুক রক্তপাতের সম্ভাবনা কমে যায়। সেই অনুসারে গত ৪ আগস্ট ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে সফলভাবে এই বিশেষ পারসিভাল টিস্যু ভালব প্রতিস্থাপন করা হয়। উন্নতমানের এই টিস্যু ভালব সুচারলেস বা কোন সুতোর ব্যবহার ছাড়াই তার হার্টের মহাধমনীর উৎপত্তিস্থলে প্রতিস্থাপন করেন ডাঃ কনক নারায়ণ ভ-াচার্য এর নেত'ত্বে কার্ডিয়াক সার্জারির টিম। ছয় ঘন্টা ব্যাপী এই অ'োপচার টিমে ছিলেন কার্ডিয়াক এনেস্থিসিয়া বিযেশ' ডাঃ মণিময় দেববর্মা, ডাঃ জয়দীপ দেবনাথ, ডাঃ সুরজিৎ পাল এবং সুজন সাহু, সুদীপ্ত মণ্ডল, রতন মণ্ডল, জয়দীপ চক্রবর্তী, অমৃত মুড়াসিং,অর্পিতা সরকার, অন্নবাহাদুর জমাতিয়া, সত্যজিৎ দেবনাথ সহ টেকনোলজিস্টদের টিম। বর্তমানে রোগীনির অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন ও খাবার খাচ্ছেন। উল্লেখ্যযোগ্য, এই বিশেষ সুচারলেস পারসিভাল টিস্যু ভালব সমগ্র উত্তরপূর্বা'লে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে প্রথমবারের মতো প্রতিস্থাপিত হল।

এর আগে পূর্ব ভারতের কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। আয়ুমান ভারত যোজনার আওতায় রোগী কল্যাণ সমিতির আনুকুল্যে বিনামুল্যে এই অ'োপচার করা সম্ভব হয়। আজ ১০ আগস্ট'২০২৩ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান জিবিপি হাসপাতালের সুপারনিটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী, ডাঃ কনক নারায়ণ ভ-াচার্য, ডাঃ মণিময় দেববর্মা ও ডাঃ সুরজিৎ পাল সহ অন্যান্যরা। স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

থানার ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট।। আগরতলা পশ্চিম থানার ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানালেন মধ্য ভুবনবন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার মহিলারা বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে এসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। উল্লেখ্য গত কিছুদিন আগে ওই এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা হামলা সংঘটিত করে। এব্যাপারে অভিযুক্তদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৯৯ ◻ ১১ আগস্ট ২০২৩ ইং◻ ২৫ শ্রাবণ ◻ শুক্রবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমেই আরও শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল হইতেছে , জানাইলেন আরবিআই গভর্নর। এই আবহে রেপো রেট নিয়া বড় সিদ্ধান্ত নিল আরবিআই। এর ফলে ঋণ গ্রহণকারী আম জনতা কিছুটা হইলেও স্বস্তিতে থাকিতে পারেন। মনেটরি পলিসির বৈঠক শেষে রেপো রেট সংক্রান্ত বড় ঘোষণা করেন আরবিআই গভর্নর। শক্তিকান্ত দাস বলেন, ”ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমেই আরও শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল হইতেছে।” এই পরিস্থিতিতে মনেটরি পলিসি কমিটির বৈঠকে রেপো রেট নিয়া বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখিতেই রেপো রেট নিয়া এই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানান আরবিআই প্রধান। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানাইয়াছে যে মনেটরি পলিসি কমিটির বৈঠকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হইয়াছে। এর ফলে এই ত্রৈমাসিকে রেপো রেট ৬.৫ শতাংশ থাকিবে। গত বছরের মে মাস থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মূল্যস্ফীতির উদ্বেগের কারণে ধাপে ধাপে রেপো রেট ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়াছিল। তবে বিগত তিনটি মনেটরি পলিসি কমিটির বৈঠকে রেপো রেট অপরিবর্তিতই রাখা হইয়াছে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করিয়াছিল আরবিআই। তবে গত এপ্রিল মাসে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়। পরে জুন মাসেও পরিবর্তন করা হয়নি রেপো রেটের। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস ঘোষণা করিলেন, আগস্টে মনেটারি পলিসি কমিটির বৈঠকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। এই কমিটিতে আরবিআই-এর তিনজন আছেন এবং সরকারের তরফে আরও তিনজনকে মনোনীত করা হইয়া থাকে।বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর অর্থনীতির দেশ হিসেবে দ্রুত উত্থান ঘটিয়াছে ভারতের। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুমান মোতাবেক, ভারত এই আর্থিক বছরে চার ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হইতে পারে। তবে ভারতের এই উত্থান কোনও ভাবেই অপ্রত্যাশিত নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়াই একটি উদয়ীমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতের নাম উপরের তালিকায় রহিয়াছে। অন্যদিকে, বর্তমানে গোটা বিশ্বে ভারতের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িতেছে।ভারতীয় রুপির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমেই বিভিন্ন দেশে বাড়িতেছে। বর্তমানে। বিশ্বের ২০ টিরও বেশি দেশ বাণিজ্য ক্ষেত্রে ”রুপি” ব্যবহার করিতে সম্মত হইয়াছে। এমনকি কিছু দেশ তাহাদের স্থানীয় লেনদেনেও রুপির ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফরের সময় ফ্রান্স এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী দেশীয় পেমেন্ট সিস্টেম ইউপিআই চালু করিতে সম্মত হইয়াছে। কিছু দেশ যেমন শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রুপি ব্যবহার করিবে, তেমনই অন্যদিকে বেশ কয়েকটি দেশ স্থানীয় লেনদেনেও রুপি ব্যবহার করিতে সম্মত হইয়াছে। বাংলাদেশে আবার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রুপি ব্যবহারে সম্মত

হইয়াছে।স্থানীয় লেনদেনে রুপি ব্যবহার করা যাইতেছে। এমন তালিকায় নাম রহিয়াছে নেপালের। নেপালে ভারতীয় রুপি বহু আগে থেকেই ব্যবহৃত

হইয়া আসিতেছে। এইবার সেই তালিকায় যোগ হইয়াছে শ্রীলঙ্কার নামও। শ্রীলঙ্কা স্থানীয় লেনদেনের জন্য ডলার, ইউরো এবং ইয়েনের মতোই ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণ করিবার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করিতেছে। ভারতীয় হিসেবে বহু পর্যটক শ্রীলঙ্কায় যান। তাঁহাদের কাছে এটি সুবিধাজনক হিসাবে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। শ্রীলঙ্কা সরকার এই বিষয়ে গ্রিন সিগন্যাল দিলেই ভারতীয় পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের ঘন ঘন মুদ্রা পরিবর্তন করিতে হইবে না। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হইবে ও লাভজনক হিসাবে প্রতিপন্ন হইবে।'অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন দেশে রুপি ব্যবহারের ফলে গুরুত্ব বাড়িবে ভারতীয় রুপির। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি যে আরও চাঙ্গা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্তমানে বিশ্বের কোন কোন দেশ রুপির ব্যবহারে সম্মত?শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ছাড়াও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রুপি ব্যবহার অনুমতি দিয়াছে বোতসোয়ানা, ফিজি, জার্মানি, গুয়েনা, ইসরায়েল, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, নিউজিল্যান্ড, ওমান, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা ও ব্রিটেন। ভারতের জন্য এটি অথিব গর্বের বিষয়। ভারতবাসীর হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই উল্লসিত। ভারতবর্ষ যে একদিন উন্নয়নের শিখরে পৌছবে তাহা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় স্নাতকের ওই পড়ুয়াকে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃতু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সূ্ জানা গিয়েছে, আহত ওই ছাত্রের নাম স্বপ্নদ্বীপ কুন্ডু। নদিয়ার বগুলায় বাড়ি তাঁর। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বাংলা নিয়ে স্নাতক স্তরে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুধবারই ছিল তাঁর প্রথম ক্লাস। কিন্তু সেই ক্লাসে স্বপ্নদ্বীপ উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের এ ব্লক থেকে মাটিতে পড়েন বলে জানা গিয়েছে। বুধবার রাতে হস্টেল থেকে পড়ে আহত হওয়ার পর স্বপ্নদ্বীপকে নিয়ে যাওয়া হয় নিটকবর্তী বেসরকারি একটি হাসপাতালে। এদিন সকালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৮ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা। যেখানে, মুম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। একইভাবে, কলকাতায়, পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চেন্নাইতে, পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ০.১৬ বা ০.১৮ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮৭.৩৯ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৮৪.২৫ এ লেনদেন করছে, ০.১৫ বা ০.১৮ শতাংশ কমে।

লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত তিন সন্ত্রাসীবাদী গ্রেফতার, অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি. স.) : শ্রীনগরের বুদগাম জেলা থেকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার তিন জঙ্গিকে নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে বুদগামের খানসাহেব এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে।

ধৃত জঙ্গিরা গোলাম নবী দার, ক্রেমশোরার তাহির আহমেদ দার, আকিব রাশেদ গণি, আব্দুল রাশেদ গণি।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং: অ্যান্টিবায়োটিকের মহানায়ক

কাজী আকাশ

একটা আবিষ্কার বদলে দিতে পারে গোটা বিশ্ব। সেই আবিষ্কারের ফল মানবজাতির জন্য বয়ে আনতে পারে সুফল বা কুফল দুটোই। কেউ ভালো কাজ করে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন, কেউবা খারাপ কাজ করে। তবে অনেকটা আকস্মিকভাবে বড় কিছু আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরলই বলা চলে। এই বিরলদেরই একজন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। প্রায় নিজের অজান্তেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন পেনিসিলিন।

৮৮১ সালের ৬ আগস্ট। স্কটল্যান্ডের লকফিল্ড নামে পাহাড়ি এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লেমিং। এক কৃষক পরিবারে। সেই সূত্রে তাঁর বাবা হিউ চাষাবাদ করতেন। মা গ্রেট মর্টন ছিলেন গৃহিণী। আট ভাইবোনের পরিবারে ফ্লেমিং সপ্তম। বাবা হিউয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে ছেলেবেলা কেটেছে ফ্লেমিংয়ের। শৈশবে লাউডাউন মুর স্কুল এবং পরে ডারভেল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবাকে হারান ফ্লেমিং। সংসারে অভাব চেপে বসে। বন্ধ হয় ফ্লেমিংয়ের পড়ালেখা।

১৮৯৪ সালে আবার কিলমার্ন স্কুলে ভর্তি হন ফ্লেমিং। এক বছর পরই স্কুল ছেড়ে চলে যান লন্ডনে, বড় ভাই টমাস ফ্লেমিংয়ের কাছে। টমাস সবে পলিটেকনিকের পড়া শেষ করেছেন। কাজের সন্ধানে লন্ডনে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। কিন্তু কাজ মেলেনি। অনেক কষ্টে পার করেন কিছুদিন। তারপর ১৬ বছর বয়সে জাহাজ কোম্পানিতে ছোটখাটো একটা চাকরি পান। ফ্লেমিংয়ের বিত্তশালী নিঃসন্তান এক চাচা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় তাঁর। সব সম্পত্তির মালিক হন ফ্লেমিং-ভাইয়েরা। ১৯০১ সালে বড় ভাইয়ের পরামর্শে জাহাজের চাকরিটা ছেড়ে দেন। ভর্তি হন সেন্ট মায়ার্স মেডিকেল স্কুলে।

লেখাপড়া শেষে সেন্ট মেরি হাসপাতালে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ফ্লেমিং। কিছুদিন পর আইরিশ নার্স সারা ম্যারিয়ন ম্যাকর্লয়কে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। এরপর চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রতিদিন অসংখ্য আহত সৈনিক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে তাঁদের আঘাতের চিহ্ন। প্রচলিত জীবাণুনাশক ওষুধগুলোতে কোনো কাজ হচ্ছে না। মারাত্মক ক্ষত সারাতে অক্ষম সেগুলো। তাই চোখের সামনে এসব দেখে চিকিৎসক ফ্লেমিং অনুভব করলেন শক্তিশালী কোনো ব্যাকটেবিযানাশকেব প্রয়োজনীয়তা।

১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

১৯২১ সালের ঘটনা। কিছুদিন ধরেই ফ্লেমিংয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। একদিন প্লেটে জীবাণু নিয়ে কাজ করছেন। হঠাৎ হাঁচি দিলেন। প্লেটটা সরানোর আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি গিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। পুরো প্লেট গেল নষ্ট হয়ে। রাগে প্লেটসহ টেবিল থেকে দূরে ফেলে রাখলেন। নতুন প্লেট নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

পরের দিন ল্যাবরেটরিতে এসেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আগের দিনের প্লেটভর্তি জীবাণুগুলো নেই। ব্যাপার কী! তখনই আগের দিনের সর্দির কথা মনে পড়ল। তিনি ভাবলেন, হয়তো সর্দির কারণেই মারা গেছে জীবাণুগুলো। এরপর কয়েক দফায় প্লেটে সর্দি ফেলে পরীক্ষা করলেন। প্রতিবারই জীবাণুগুলো মারা যেতে দেখা গেল। তিনি জানতেন, মানুষের লালারস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সর্দিও যে একই কাজ করতে পারে, তা জানা ছিল না তাঁর। এরপর তিনি চোখের পানি, থুতু ইত্যাদি নিয়েও পরীক্ষা করলেন। নিশ্চিত হলেন, এগুলোরও জীবাণুনাশী ক্ষমতা আছে। ফ্লেমিং নিশ্চিত হলেন এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের উপাদান। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম। গ্রিক শব্দ লাইস অর্থ ধ্বংস করা। জীবণুকে ধ্বংস করে বলেই এমন নাম। কিন্তু শুধু এগুলো ব্যবহার করে শক্তিশালী কোনো জীবাণুনাশক তৈরি করতে পারেননি ফ্লেমিং।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯২৭ সালে ফ্লেমিং স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে লাইসোজাইম আবিষ্কারের জন্য পরিচিতি বেড়েছে তাঁর। ১৯২৮ সাল। আগস্ট মাসে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন। হঠাৎ মনে হলো ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসা দরকার। যাওয়ার আগে একটি ভুল করে গেলেন। তাঁর সেই ভুলই বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে রেখে গিয়েছিলেন স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার প্লেট। কিন্তু ল্যাবরেটরির জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে যান। দুই সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসেন গবেষণাগারে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই অবাক ফ্লেমিং। ঝোড়ো বাতাসে ল্যাবরেটরির ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেছে। বাইরে দমকা বাতাস উড়িয়ে এনেছে ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি। কিছু ঘাস এসে পড়েছে ব্যাকটেরিয়ার প্লেটেও। ফ্লেমিং লক্ষ করেন, ঘাসভর্তি একটি প্লেটে বেশ বড়সড় পরিবর্তন। ঘাসের প্রভাবে মারা গেছে প্লেটের সব ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কীভাবে মারা গেল?

পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেগুলোর মধ্যে ঘাসের গায়ে একধরনের ছত্রাক আছে। নোটেটাম পেনিসিলিয়াম ছত্রাক। সেই ছত্রাকগুলো মেরে ফেলেছে জীবাণুগুলোকে। রোমাঞ্চিত হলেন ফ্লেমিং। তবে কি বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে? পেয়ে গেছেন শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ানাশক?

এটা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র লিখলেন ব্রিটিশ জার্নাল অব এক্স পেরি মেন্টাল প্যাথোলজিতে। সেটা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু জীবাণুনাশক আবিষ্কার করলেও মানবশরীরে ব্যবহারের উপযোগী করতে পারেননি, পর্যাপ্ত রসায়নজ্ঞানের অভাবে। বহুদিন এটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হলো না।

১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। তখন আবার প্রয়োজন হলো শক্তিশালী জীবাণুনাশকের। পেনিসিলিয়াম নিয়ে আগ্রহী হলেন জার্মান বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী আর্নস্ট চেইন। নিরলস গবেষণার পর তাঁরা তৈরি করে ফেললেন ব্যাকটেরিয়ানাশক। তাঁরা এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। ইঁদুরের ওপর এই পেনিসিলন প্রথম প্রয়োগ করা হলো। সফলও হলো। এরপর অপেক্ষা, কবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হবে। ১৯৪১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আসে সেই সুযোগ। অক্সফোর্ডের একজন পুলিশ মারাত্মক ক্ষত নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তাঁর শরীরেই প্রথম পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হয়। কয়েক ঘণ্টার বিরতিতে চারবার পেনিসিলিন দিয়ে তাঁকে প্রায় সুস্থ করে তুলেছিলেন ফ্লোরি আর চেইন। কিন্তু পর্যাপ্ত পেনিসিলিনের অভাবে তিনি মারা যান। পরে অবশ্য পেনিসিলিন ঠিকই জীবনদায়ী হয়ে ওঠে। তৈরি হয় বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

১৯৪৩ সালে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন ফ্লেমিং। পরের বছর পান নাইট উপাধি। ১৯৪৫ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নস্ট চেইনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান ফ্লেমিং।

ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কার আসলেই কি মিরাকল? উত্তর, 'না'। ফ্লেমিং বছরের পর বছর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিষেধক তৈরি করতে না পেরে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু তারপরও গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এ পরিশ্রম না করলে গাছের পাতা বা নাকের সর্দি পড়লেও তিনি কিছুই আবিষ্কার করতে পারতেন না। তা ছাড়া গবেষণা না করলে তো আর হাতের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা জীবাণুর প্লেট নিয়ে বসে থাকতেন না। তাই ফ্লেমিংয়ের আবিষ্কারকে শুধু মিরাকল বললে, তাঁর আবিষ্কারের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে।

১৯১৮ সালে শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুই মাস পর ইংল্যান্ডে ফেরেন ফ্লেমিং। ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন লন্ডনের সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুলে। এবার সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি।

'সহজ' পাঠের খোঁজে

বিশেষ প্রতিবেদন।। বাসরাস্তা দিয়ে পুরুলিয়া থেকে শান্তিনিকেতন। দুপুর এগোচ্ছে বিকেলের দিকে। চোখে পড়ছিল সাইকেলে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ভাঙছে, বাড়ি ফিরছে। সরকারি ও সরকার-পোষিত নানা স্কুলে পড়ে তারা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে আসে, উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকদের জগতথেকে খানিকটা দূরে তাদের অবস্থান।

হয়তো স্বপ্ন দেখে আর্থ-সামাজিক উন্নতির চাকা ঘুরিয়ে এক দিন তারাও ঢুকে পড়বে উচ্চবিত্তের দলে। স্বাভাবিক বাসনা। এই বাসনা পূর্ণ করার জন্য তো পড়াশোনাই গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শুধু এই বাসনাই বা কেন! পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী এখনও পর্যন্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলেই পড়ে। সেই স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে পোক্ত করে তুললে এই বিপুল মানবসম্পদ কাজে লাগিয়ে অনেক সদিচ্ছা, অনেক বাসনাই পূর্ণ করা সম্ভব। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই, অবস্থা ভাল নয় স্কুলে যাচ্ছে, প্রাথমিক স্তর ডিঙিয়ে ফাইভ-সিক্সে উঠেও যাচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষাটুকুও বহু ছাত্রছাত্রী ভাল করে লিখতে-পড়তে শিখছে না। কেন এই অবস্থা? আগে তো শিখত, এখন অসুবিধে কোথায়?

এর পিছনে অনেক কারণ, তা নিয়ে অনেক কথাও হয়েছে। বহু দিন ধরেই বহু অব্যবস্থা, গাফিলতি, ভুল নীতি ইত্যাদির ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। এর উপর সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতির আঠারো ঘা এসে লেগেছে। ইতিমধ্যে আবার উতশ্রীর সুবাদে গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভাব আরও বেড়েছে গ্রামের স্কুল থেকে বদলি নিয়ে যাঁরা চলে গেলেন তাঁদের পরিবর্তে নতুন কেউ আসেননি, স্কুলগুলি আরও বিগতশ্রী হয়েছে।

এই অবস্থা বদলানোর জন্য নানা দিক থেকে একটা বড় রকমের উদ্যোগ দরকার, সেটা এখন স্পষ্ট। তবে সেই উদ্যোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ভাবা দরকার ছোটদের বই নিয়ে।

একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। ছোটদের জন্য প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক বইপত্র তৈরি হয়েছিল এক ধরনের সামাজিক পরিসরের কথা মাথায় রেখে, বেশির ভাগ শিশু যে পরিসর থেকে স্কুলে পড়তে আসত। সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা যখন শুরু হল, তার পর থেকে ছবিটা পাল্টেছে। অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণি থেকে শিশুরা পড়াশোনা করতে আসছে। তাদের জীবনের সঙ্গে প্রচলিত বইগুলির বিষয়বস্তু, ভাষাভঙ্গি, লিখনশৈলীর মিল কম, দূরত্ব বিরাট। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবা দরকার, কী পড়বে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা? কী ভাবেই বা পড়বে?

এর একটা উপায় হতে পারে বাংলা শেখানোর জন্য নতুন ভাবে বই তৈরি করা। অনেকে মিলে সে কাজ করা যেতে পারে। তৈরি করা যায় স্থানীয় স্তরেও। প্রাথমিক শিক্ষার পরিসরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীদের উপর কোনও একটা এবং একটাই প্রাইমার-এর চাপ তৈরি না করে যদি নানা রকম প্রাইমার তৈরি করা যায়, তা হলে কাজটাও অনেক সহজ হয়, বাংলা শেখার সুবিধেও হয়। প্রমিত বাংলার পাশাপাশি নানা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করারও চেষ্টা করা যেতে পারে। যে সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীরা থাকে সেই পরিবেশে বহুলপ্রচলিত শব্দগুলি প্রথমে সংগ্রহ করা যায়। সেই শব্দভান্ডার তৈরির সময় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাহায্য নেওয়া দরকার। তার পর সেই শব্দের প্রয়োগে গড়ে তোলা যেতে পারে বাংলা শেখানোর অন্য রকম বই।

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। পুরুলিয়ার একটি জায়গা কুশটাঁড়। কুশ শব্দটি সুপরিচিত। টাঁড় শব্দটি প্রমিত বাংলায় প্রচলিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নয়। টাঁড় শব্দের অর্থ মাঠ। কুশটাঁড় মানে ঘাসে ঢাকা মাঠ। পুরুলিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শেখানোর প্রাইমারে এই ধরনের আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করা ভাল। একই কথা দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ধরনের শব্দের পাশাপাশি একই অর্থের প্রমিত বাংলা শব্দটিও নিশ্চয়ই শিশুদের জানা দরকার। প্রাইমারগুলি ক্লাসে পড়ানোর সময় শিক্ষকেরা সেগুলি সহজেই শিখিয়ে দিতে পারবেন।

বিকল্প বই: একটি পাতা

শুধু তো শব্দ নয়, শব্দের বিন্যাসে বাক্যটি কী ভাবে গড়ে ওঠে সেটি শিশুদের শিখিয়ে দেওয়া চাই। বার বার পড়া আর অভ্যাস করার জন্য ছোট ছোট পাঠ তৈরি করে নেওয়া যায়। একটা-দুটো নয়, অনেক। চটজলদি উদাহরণ হিসাবে বিকল্প বইয়ের যুক্তাক্ষরবিহীন একটি পৃষ্ঠার নমুনা আপাতত দেওয়া যাক। প্রাথমিক অক্ষরপরিচয় হয়েছে এমন শিশুদের জন্য তৈরি এই পাতার বিষয়: সাইকেল। এই দ্বিচক্রযানটি কলকাতার বাইরে বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার্থীদের নিত্যসঙ্গী, তাদের স্বাধীনতার অবলম্বন।

“সাইকেল। সাইকেলটা কালো। কালো সাইকেলটা বাবার। বাবার কালো সাইকেলটা ভাল। বাবা কালো-ভাল সাইকেলে মাঠে যায়। আমিও মাঠে যাব। বাবা নিয়ে যাবে। বাবার সাইকেলের পিছনে বসে আমি মাঠে যাব। মাঠে রোদ-জল- আলো। রোদ-জল-আলো

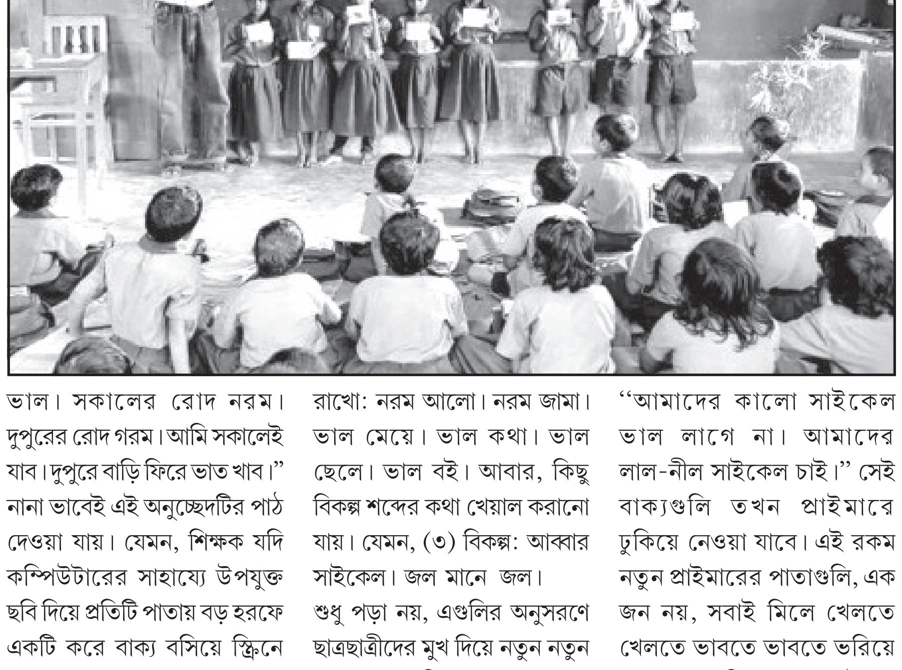

ভাল। সকালের রোদ নরম। দুপুরের রোদ গরম। আমি সকালেই যাব। দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খাব।” নানা ভাবেই এই অনুচ্ছেদটির পাঠ দেওয়া যায়। যেমন, শিক্ষক যদি কম্পিউটারের সাহায্যে উপযুক্ত ছবি দিয়ে প্রতিটি পাতায় বড় হরফে একটি করে বাক্য বসিয়ে স্ক্রিনে দেখাতে পারেন, ভাল হয়। না হলে শিশুদের হাতে প্রিন্ট দেওয়া যেতে পারে। এক-একটি প্রিন্ট দু'-তিন জন এক সঙ্গে পড়তে পারে, তাতে হয়তো একটা অন্য মজা তৈরি হবে। নিদেনপক্ষে বাক্যগুলি বোর্ডে, স্লেটে বা খাতায় লেখানো যায়। কোনও বাক্যে ক্রিয়া নেই, কোনও বাক্যে আছে। একই শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তির যোগ দেখানো আছে; যেমন, সাইকেলটা, সাইকেলের। আবার, কর্তা অনুসারে একই ক্রিয়ার নানা রূপ দেওয়া হয়েছে: যায়, যাবে। কিছু কিছু শব্দের বিশেষ প্রয়োগ আছে; যেমন, নরম রোদ। ছাত্রছাত্রীদের এগুলি খেয়াল করতে ও ভাবতে বলা যায়। সে জন্য পাঠের শেষে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, (১) খেয়াল করো: আমি যাব। আমি খাব। বাবা যায়। বাবা যাবে। সাইকেলটা। সাইকেলে। সাইকেলের। (২) মনে রাখো: নরম আলো। নরম জামা। ভাল মেয়ে। ভাল কথা। ভাল ছেলে। ভাল বই। আবার, কিছু বিকল্প শব্দের কথা খেয়াল করানো যায়। যেমন, (৩) বিকল্প: আব্বার সাইকেল। জল মানে জল।

শুধু পড়া নয়, এগুলির অনুসরণে ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ ও বাক্য বলিয়ে নেওয়া দরকার। ”নরম আলো” পড়ে কোনও শিশু যদি বলে ”নরম মন”, তা হলে তো দারুণ হয়! আর, যদি কেউ বলে ”নরম আঁধার”, তা হলে তো ”না, আঁধারের আগে নরম হয় না” বলে তাকে খারিজ করে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং এমন একটা কথা ভাবতে পারার জন্য বিশেষ তারিফ করা যেতেই পারে। বিকেলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে গ্রামের মাঠগুলি যখন আঁধারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘন আঁধারের আগে যা এল তা তো নরম আঁধারই বটে!

নিজের ভাষা নিয়ে এমন খেলার সুযোগ মিললে, কিংবা নিজের পরিবেশের শব্দ বসাতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের কল্পনা আর ভাষার ভিত পোক্ত হয়ে উঠবে। তারা হয়তো যা শেখানো হল তাকে ব্যবহার করে, কিন্তু তার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে বলবে: ”আমাদের কালো সাইকেল ভাল লাগে না। আমাদের লাল-নীল সাইকেল চাই।” সেই বাক্যগুলি তখন প্রাইমারে ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে। এই রকম নতুন প্রাইমারের পাতাগুলি, এক জন নয়, সবাই মিলে খেলতে খেলতে ভাবতে ভাবতে ভরিয়ে তুলতে পারি আমরা। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বাংলা ভাষার নামজাদা সাহিত্যিকদের লেখা প্রাইমারের পাশাপাশি সগৌরবে থাকবে আমাদের সকলের তৈরি করা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পাঠ। চেষ্টা করলে প্রাথমিকে বাংলা ভাষা শেখানোর আনন্দদায়ক নতুন উদ্যম তৈরি করা সম্ভব বইকি। পুরুলিয়া থেকে শান্তিনিকেতন আমাদের বাংলা ভাষা শেখা ও শেখানোর জন্য অনেক কিছু করার আছে।

শেষে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ। এক বারও বিদ্যাসাগর কিংবা রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করার কথা বলছি না। বরং, প্রাথমিক স্তরে এ ভাবে বাংলার ভিত পোক্ত হলে কিছু দিনের মধ্যে দেখা যাবে, শিশুরা নিজেরাই আনন্দ করে বর্ণপরিচয় আর সহজ পাঠ পড়তে বসছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ : বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম কাণ্ডারি আশফাক উল্লাহ খান

কলকাতা, ১০আগস্ট (হি. স) : অমর বিপ্লবী আশফাক উল্লাহ খান যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিলেন তখন সশস্ত্র আন্দোলন চালাতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট বিখ্যাত কাকোরি ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন বিপ্লবী রাম প্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, কেশব চক্রবর্তী সহ দশজন বিপ্লবী। এই সময় দশজন বিপ্লবী লখনউয়ের কাছে একটি স্টেশনে ব্রিটিশ রেলওয়েতে এমনভাবে হামলা চালিয়েছিল যে ব্রিটিশ প্রহরীরা ভয় পেয়ে যায়। ট্রেনে উপস্থিত দুই সশস্ত্র প্রহরী এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে ট্রেনটি নিরাপদে পরবর্তী স্টেশনে না পৌঁছনো পর্যন্ত জানালা ও দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। ১৪ জন ব্রিটিশ যাত্রীর কাছে বন্দুক ছিল কিন্তু বিপ্লবীরা বলেছিলেন যে যাত্রীদের কোন সমস্যা নেই। এরপর সব যাত্রী ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ট্রেন ছিনতাই করার জন্য, পিস্তল ছাড়াও, তাদের কাছে ছিল চারটি জার্মান মাউজার, যা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের মতো দেখতে ছিল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে বিপ্লবীরা পুরো ট্রেন লুট করে নেয়। এই ডাকাতি কতটা কার্যকর ছিল, তা একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যায়। ব্রিটিশরা কাকোরি থানায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছিল, যার মূল কপিটি উর্দুতে লেখা ছিল। পরে তা হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়। এতে লেখা ছিল, ব্রিটিশরা ২০ থেকে ২৫ জন পর্যন্ত আসামির সংখ্যা লিখেছিল। লুটের পরিমাণ ৪৬০১ টাকা ১৫ আনা এবং ছয় পাই হিসাবে লেখা ছিল।এই পরিমাণ লুটপাট দেখে ব্রিটিশ সরকার এতটাই বিচলিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিপ্লবীদের ধরে শাস্তি দিতে দশ লক্ষ টাকা খরচ করেছিল। সেই সময়ের দশ লক্ষ টাকার মূল্য আজ কোটি টাকার সমান। এই ডাকাতির সঙ্গে চন্দ্রশেখর আজাদ এবং রামপ্রসাদ বিসমিল ছাড়াও রাজেন্দ্র লাহিড়ী, মনমথনাথ গুপ্ত এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের কথা অনেক আলোচিত হলেও কেশব চক্রবর্তী ইতিহাসে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন। এই দলে আরও একজন বাঙালি বিপ্লবী ছিলেন যার নাম শচীন্দ্রনাথ বক্সী। কেশব মূলত কলকাতার বাসিন্দা এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রজীবন থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। সেই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন বাংলার একজন বড় বিপ্লবী, এবং কেশব চক্রবর্তী ছিলেন একজন বিশেষ বিপ্লবী। তিনি পরে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের (এইচআরএ) সদস্য হন এবং বিসমিল এবং আশফাক উল্লাহর সঙ্গে কাকোরি ঘটনাটি পরিচালনা করেন। ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট কাকোরি লুটের ঘটনার পর ব্রিটিশরা এই সমস্ত বিপ্লবীকে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে ফৈজাবাদ জেলে ফাঁসি দিয়েছিল। ইতিহাসবিদ সুধীর বিদ্যার্থী এই কাকোরি ঘটনার বিপ্লবীদের অভিবাদন করতে গিয়ে, বিশেষ করে এতে আশফাক উল্লাহ খানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সেই যুগটি মূলত আশফাক উল্লাহ খানের যুগ ছিল। আশফাক উল্লাহ ও তার যুগ নামে একটি বইও তিনি লিখেছেন।

বেরেলি থেকে হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে ফোনে সুধীর বলেছিলেন, এই বিপ্লবটি মূলত চন্দ্রশেখর আজাদ এবং রামপ্রসাদ বিসমিলের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে যদি গভীর গবেষণা করা হয় তাহলে জানা যাবে, এই সময়টা আশফাক উল্লাহ খানের যুগ ছিল। রামপ্রসাদ বিসমিল নিজেই তার আত্মজীবনীতে অনেক চিঠি লিপিবদ্ধ করেছেন, যা তিনি আশফাক উল্লাহ খানকে লিখেছিলেন। এতে তিনি প্রিয় আশফাক উল্লাহকে লিখেছেন, আর্যসমাজ মন্দিরে আসা থেকে শুরু করে দেশের প্রতি ভক্তি নিয়ে যে কাব্যিক চিঠি লিখেছেন, তা সব সময়ই বিপ্লবীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে আছে।

সুধীর বলেছেন, "দেশের জন্য একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দু বিপ্লবী একসঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলীদান দেওয়ার এইরকম উদাহরণ আর নেই। সেখানে ধর্মের কোনও বাধা আসেনি, ধর্ম থেকে কোনও অনুপ্রেরণাও আসেনি। শুধু দেশ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগের তাগিদ আশফাক উল্লাহ অনুভব করেছিলেন। অবশ্যই এটা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিষয় নয়, বিপ্লবী আদর্শের ঐক্যের বিষয় ছিল।

সুধীর আরও বলেন, "ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে পরোপকার শুরু হয় বাড়িতে। অর্থাৎ পরিবর্তন আপনার ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামে বা যেকোন বিপ্লবে বাহ্যিক পরিবর্তন নিয়ে অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু আশফাক উল্লাহ খানই প্রথম বিপ্লবী যিনি তার মাকে অনেক চিঠি লিখেছেন, যেখানে তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। মাকে লেখা চিঠিতে পরিবারের স্বার্থের কথা নেই, ধর্মীয় কোনও বিষয়ও নেই। ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় সেগুলোই শুধুমাত্র উল্লেখ করা আছে। কেশব চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অন্যান্য বিপ্লবীরা তাঁর দেশপ্রেমে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিপ্লবী ভগৎ সিং এবং অন্যান্য বিপ্লবী যারা সাম্প্রদায়িকতার বাইরে সমাজতন্ত্র এবং সংহতির কথা বলেছিলেন তারা আশফাক উল্লাহ খানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আশফাক উল্লাহ খানের ফাঁসি হয়েছিল মাত্র ২৫ বছর বয়সে। কেশব চক্রবর্তীর বয়সও প্রায় একই। এরপর সারা দেশে বিপ্লবের শিখা জ্বলে ওঠে। যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের উদ্দীপনা ও আবেগের সামনে ব্রিটিশ সরকার এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিল যে তাদের ভারত থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

জামালদহে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু শিশুকন্যার

জামালদহ, ১০ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুষিরবাড়ি এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল তিন বছরের এক শিশুকন্যার। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুকন্যার নাম তানিয়া বেগম। বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রেললাইনের ধারের নিচু জমিতে এদিন দুপুরে পাট নিড়োনোর কাজ করছিল শিশুটির মা। সেই সময় শিশুটি তার দিদির সঙ্গে রেললাইনের ধারে খেলছিল। হঠাৎ করে রেললাইনে চলে আসে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেই ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তানিয়ার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। এবিষয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানান, ট্রেনের ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অনন্তনাগে গ্রেনেড হামলা, জওয়ান সহ তিনজন আহত, তল্লাশি অভিযান অব্যাহত

অনন্তনাগ, ১০ আগস্ট (হি. স) : নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে বৃহস্পতিবার গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিরা। অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকায় এই হামলা চলে। ঘটনায় এক সেনা জওয়ান সহ তিনজন আহত হয়। হামলার পর সন্ত্রাসবাদীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাদের গ্রেফতার করবার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে।

নিরাপত্তা বাহিনী অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকার আথলান গাদলে গ্রামে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল। সেখানে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীরা নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা করে। হামলায় এক সেনা জওয়ানসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে। অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী যাওয়া-আসার সব রুট বন্ধ করে দিয়েছে।

কুল্লুতে ৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল জীপ, চালকের মৃত্যু

কুল্লু, ১০ আগস্ট (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার উঝি উপত্যকায় একটি জীপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। বুধবার রাতে এই দুর্ঘটনায় জীপে আরোহী যুবক খাদে পড়ে মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের দেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, জীপটির চালক সড়কে বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় ৫০০ ফুট নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় চালককে উদ্ধার করে, ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়। দেহ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। কুল্লুর পুলিশ সুপার সাক্ষী ভার্মা জানিয়েছেন, মৃত যুবকের নাম সুন্দর সিং (২২)। পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণও খতিয়ে দেখছে।

তীর্থযাত্রীদের নতুন দল ৯৯৯ অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে

জম্মু, ১০আগস্ট (হি. স) : জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রা একদিনের জন্য স্থগিত করার পরে আজ, বৃহস্পতিবার ৯৯৯ জন তীর্থযাত্রীর একটি নতুন দল অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সূত্রের তরফে এই তথ্য জানা গিয়েছে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভূমিধসের কারণে বুধবার অমরনাথ যাত্রা একদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।

বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ রামবান জেলার মারুগের কাছে একটি বিশাল ভূমিধসের পরে হাইওয়েটি ১৮ ঘন্টার বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল, ট্রাফিক কর্মকর্তা সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। ট্রাফিক কর্মকর্তারা আরো জানান, মহাসড়কের উল্টোদিকের পাহাড় থেকে বারবার পাথর পড়ে যাওয়ায় দিনে কয়েকবার যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। তবে বুধবার গভীর রাতে আটকে পড়া যানবাহনের জন্য এটি আংশিকভাবে খুলে দেওয়া হয়।

ট্রাফিক বিভাগের একজন আধিকারিক জানান, সমস্ত আটকে থাকা যানবাহন সরিয়ে নেওয়ার পরে আজ, বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু এবং শ্রীনগর উভয় জায়গা থেকে নতুন যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়।

খাবারের গুণগত মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে

বালুরঘাট, ১০ আগস্ট (হি. স.) : বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের শতখন্ড অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারের গুণগত মান সহ একাধিক অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাল ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

তাদের অভিযোগ, দিন দিন খারাপ হচ্ছে খাবারের গুণগত মান। প্রায় প্রতিদিনই খাবারের নানা রকম সমস্যা থাকছে। এমনকি বাচ্চা ও মায়ের জন্য করা রান্নাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করা হয় না। প্রায় দিনই দেরি করে সেন্টারে আসেন শিক্ষিকা ও সহায়িকা। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা বুনু পাহান।

অন্যদিকে, বিষয়টি জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের সুপারভাইজারকে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। পুলিশ ও পঞ্চায়েত সদস্যার উপস্থিতিতে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। খোলা হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা যদিও রান্নার গুণগত মান খারাপ, তার কথা স্বীকার করে নেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা।

মেটেলি ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এককভাবে বোর্ড গঠন তৃণমূল কংগ্রেসের

মেটেলি, ১০ আগস্ট (হি. স.) : শান্তিপূর্ণভাবেই জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এককভাবে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার বোর্ড গঠনের সময় বিরোধীরা উপস্থিত থাকলেও তারা ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি। এদিন বোর্ড গঠন করা হয় মেটেলি ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে। বোর্ড গঠনের পর নব মনোনীত প্রধান, উপ প্রধানদের নিয়ে এদিন বিজয় উৎসবে শামিল হয় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাজমিনরা বেগম, উপ প্রধান রতন ওরাওঁ, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলমণি ওরাওঁ, উপ প্রধান বিটেন রায়। মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলকা নাইক, উপ প্রধান বিপুল ছেত্রী। মাটিয়ালী বাতাবারি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা মিজার কাসাজু, উপ প্রধান ইগ্নিটাস টিজ্ঞা, ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিব শঙ্কর দাস ও উপপ্রধান হিসেবে রাধিকা ওরাওঁ মনোনীত হন। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও।

জন্মবার্ষিকীতে ভি ভি গিরিকে শ্রদ্ধা জ্ঞালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স) : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন দেশের বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এদিন রাষ্ট্রপতি ছাড়াও রাষ্ট্রপতি ভবনের আধিকারিক ও কর্মীরা ভি ভি গিরির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বলে জানা গিয়েছে। দেশের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি ছিলেন ভি ভি গিরি। তিনি ১৮৯৪ সালের ১০ আগাস্ট ওড়িশার বেরহামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

লখনউ থেকে বারাণসী বিমান পরিষেবার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

লখনউ, ১০ আগস্ট (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লখনউ থেকে বারাণসী পর্যন্ত ইন্ডিগো ফ্লাইট পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম মহিলা যাত্রীকে টিকিট দেন, পাশাপাশি ইন্ডিগো পরিবারকে অভিনন্দন জানান। এখন লখনউ থেকে মাত্র ৫৫ মিনিটে বারাণসী পৌঁছানো যায়।

এই উপলক্ষে আদিত্যনাথ বলেন, লখনউ থেকে কাশী সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু হলে ভক্তদের উপকার হবে। বিমানবন্দরের হাব হয়ে উঠছে উত্তরপ্রদেশ। গত ৬ বছরে বিমানবন্দরটি সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজ্যের অনেক জেলায় বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। অনেক শহরে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। তিনি জানান, আগামী তিন মাসের মধ্যে অযোধ্যার বিমানবন্দর তৈরি হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ড. ভি কে সিং, রাজ্যের মুখ্য সচিব দুর্গা শঙ্কর মিশ্র এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটগুলি লখনউ বিমানবন্দর থেকে সপ্তাহে তিন দিন বারাণসী পর্যন্ত পাওয়া যাবে - মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। ফ্লাইটটি সপ্তাহে তিন দিন দুপুর ২:২০ এ উপলব্ধ হবে। বিমানটি বারাণসী থেকে লখনউয়ের উদ্দেশে বিকাল ৪ টায় যাত্রা করবে।

মিজোরামে প্রায় ৯৫.৫ লক্ষ টাকার বিদেশি মদ-সিগারেট ও বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত

আইজল, ১০ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরামে বিপুল পরিমাণের বিদেশি সিগারেট এবং বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছেন আসাম রাইফেলস-এর সারচিপ ব্যাটালিয়ন ও কাস্টমসপ্রিভেন্টিভ-এর যৌথ দল।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, চাম্পাই জেলার জোখাওথর এলাকায় আসাম রাইফেলস-এর সারচিপ ব্যাটালিয়ন ও কাস্টমসপ্রিভেন্টিভ-এর যৌথ দল অভিযান চালিয়ে ২৮ কার্টুন বিদেশি সিগারেট, ৫৭ কার্টুন বিয়ার এবং ১০ কার্টুন বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে।

বাজেয়াপ্তকৃত অবৈধ সামগ্রীগুলির আন্তর্জাতিক কালোবাজারে মূল্য প্রায় ৩৯.৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে অবৈধ বার্মিজ সুপারির বিরুদ্ধে চাম্পাই জেলার নুগুর এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল আসাম রাইফেলস-এর সারচিপ ব্যাটালিয়ন ও কাস্টমসপ্রিভেন্টিভ-এর যৌথ দল। যৌথ দলের অভিযানে ১০০ বস্তা বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বাজেয়াপ্তকৃত সুপারিগুলির কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছে আসাম রাইফলস-এর সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, ওই সব বিদেশি সামগ্রীগুলি মায়ানমার থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাচারের জন্য মজুত করে রাখা হয়েছিল।

বোর্ড গঠন নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তেজনা চ্যাংরাবান্ধায়

মেখলিগঞ্জ, ১০ আগস্ট (হি. স.) : বোর্ড গঠন নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরবান্ধায়। বৃহস্পতিবার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অরুণকুমার সামন্ত। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২২ আসন বিশিষ্ট চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। এদিন সকল পঞ্চায়েত সদস্যা হাজির ছিলেন। পূর্ব প্রত্যাশা মতোই এখানে বোর্ড গঠন করার কথা তৃণমূলের। তাদের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যের সংখ্যা ১৬। আগে থেকে নিযুক্ত দলনেতা এদিন নামবন্দি খাম খুলে প্রধানের নাম ঘোষণা করতেই নিজেদের মধ্যে কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল। প্রধান হিসেবে যে নাম প্রস্তাব করা হয়, তাতে সিলমোহর দেয়নি দলের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যের একাংশ। রীতিমতো পালটা নামও প্রধান হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। এমনকী, যে খামবন্দি হয়ে প্রধানের নাম

শিবসাগরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থার গাড়ি, হত ২, আহত ছয়ের বেশি

শিবসাগর (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত সামাগুড়িতে আজ বৃহস্পতিবার ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এ ঘটনায় ছয়জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, আজ সকালে জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থার একটি গাড়িতে করে প্রায় ১২ জন শ্রমিক-কর্মচারী তাঁদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বড়ালিগাঁও নামঘরের কাছে গিয়ে বিকট শব্দ করে গাড়ির একটি চাকা ফেটে (টায়ার বার্স) যায়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পাল্টি খেয়ে পড়ে যাত্রীবাহী গাড়িটি।

আহতদের সামাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কোনও ডাক্তার না আসায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইত্যবসরে পুলিশ গিয়ে ডাক্তার ডেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নেপালে ভারী বর্ষণ ও ভূমিধসে নিহত ৪১, নিখোঁজ ৩১ জন

কাঠমান্ডু, ১০ আগস্ট (হি.স.) : চলতি বছর নেপালে বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। বন্যা ও ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যা ও ভূমিধসে দেশের ৫০টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩১ জন নিখোঁজ হওয়ার খবরও রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান মহাদেব পন্থি জানান, ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত ৫৫ জন আহত হয়েছেন, যারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি বলেন, বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টি জেলার মধ্যে ২০টিতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

রাজ্যসভার কার্যবিবরণী দিনের জন্য মুলতবি

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): সারা দিনের জন্য মুলতবি হয়ে গেল রাজ্যসভা। মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা করার পদ্ধতিতে একমত না হওয়ায় বিরোধীদের হইচইয়ের ফলে ব্যাহত রাজ্যসভার কার্যক্রম। এদিন প্রথমে দুপুর দুটো পর্যন্ত এবং পরে দিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায়।

রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, মোদী সরকার মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা করতে চায় না। তাঁর আগে, সংসদ নেতা পীযূষ গোয়েল বলেছিলেন যে বিরোধীরা আলোচনার পরে প্রধানমন্ত্রীর উত্তর চায়, আমরা তাতে একমত হইনি।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, খড়্গে বলেন যে বিরোধীদের দাবি ছিল যে মণিপুর ইস্যুটি বিধি ২৬৭ এর অধীনে হাউসে আলোচনা করা উচিত, কিন্তু সরকার এটি স্থগিত রেখেছে। তিনি বলেন যে সরকার ১৬৭ বিধির অধীনে মণিপুর নিয়ে আলোচনা চায়। বিরোধীরাও তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু সরকার এখনও আলোচনার জন্য প্রস্তুত নয়। খড়্গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদে আসতে চলেছেন। আমরা তাদের স্বাগত জানাই।

৫০ লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় সিরাপ সহ এসটিএফের হাতে ধরা পড়ল তিন পাচারকারী

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় সিরাপ সহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এসটিএফ এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এদিন সকালে কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে যশোর রোডে একটি ১০ চাকার ট্রাককে আটক করা হয়। ট্রাকে থাকা তিনজনকে আটকের পর ট্রাকটিতে তল্লাশি চালিয়ে নয় হাজার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এরপর ট্রাকটি আটক করে ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া তিনজনের নাম শাহজাহান মণ্ডল, রফিকুল মণ্ডল ও পূর্ণা হালদার।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ট্রাকে করে ফেনসিডিল বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছিল পাচারকারীরা। ধৃতদের গ্রেফতার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কম খরচে সুষম খাদ্য

আজ আমাদের জীবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। একদন্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। ফলে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অল্প বয়স থেকেই আমরা ভারতীয়রা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি সমস্যায় ভুগি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। তাছাড়া ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে ভারতকে নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষেরনুন আনতে পান্তা পুরাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষষ করে আজকের দিনে প্রয়োজন কম খরচে সুস্থ থাকা।

সুষম খাদ্য ব্যালান্সড ডায়েট বলতে বোঝায় এমন কয়েকটি খাদ্য সমষ্টি বা খাদ্যাভ্যাস যা আমাদের শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতেপারে, বিভিন্ন রোগকে প্রতিহত করার বা সারিয়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। আমাদের দেহে প্রতিদিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত ২২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে যারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালরির মাত্রা ৩০০ কিলো ক্যালিরি হওয়া উচিত। আবার একইভাবে যারা বি শেষ একটা পরিশ্রম করেন না তাদের শরীরে প্রতিদিন ১৬০০ কিলো ক্যালরি শক্তি যথেষ্ট। এই কালরি মাত্রার সঙ্গে শরীরের কোষ কলা ইত্যাদির ক্ষয় রোধের জন্য খাদ্যে ক্যালরি এবং প্রোটিনের অনুপাত সুষমভাবে বজায় রাখাটা জরুরি। তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণ আজে অনেকেই হয়ত নিয়মিত মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যে কোনো মরশুমেই বাজারের প্রথম আসা ফল এবং সবজিগুলির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় সেগুলোকে এড়িয়ে চলা যেতে পারে। কিছুদিন পরে দাম কমলে সহজেই আবার কিনে ফেলা যায়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলেও বাজারে শাক সবজির দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা আলুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কম খরচে সুষম খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করাযায় এই পদ্ধতি পরিকল্পনায় বিষয়টি নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তির জীবনযাপনের গুণগত মানের ওপর। তাছাড়া দেখতে হবে যে উক্ত সুস্বাদু এবং সুষম খাবার তৈরি করবার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু পদ্ধতি সকলেই অনুসরণ করতে পারেন। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি দানা শস্য না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের মিশ্রণ খাওয়াটা অনেক বেশি পুষ্টিকর। যেমন প্রতিদিন শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে খাদ্য তালিকায় জোয়ার বাজরা, গম রাগি ইত্যাদি মিশ্রণে ডালিয়া, খিচুড়ি, বা রুটি খাওয়ার অভ্যাস করলে দেহ অনেক বেশি পুষ্টিলাভ করতে পারবে। কম খরচে এই খাদ্য তালিকায় সয়াবিন, রাজমা, কলাইয়ের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদানগুলি মিশিয়ে নিলে ক্যালরি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে কোনো অসুবিধা হবে না। পরোটা এবং লুচির ক্ষেত্রে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলেও বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আবার আটা,, ময়দা বা বাসমতি চালের ক্ষেত্রে প্যাকেটের থেকে খোলা বাজারে দাম অনেক সস্তা হয়।তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ৫০ গ্রামের অতি স বুজ উপাদানে ভরপুর একটি সবজির পদ যোগ করলে শরীরে ভিটামিন এ লোহা এবং ফ লিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এই সবজির তালিকায় মেথি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা সজনে ডাঁটা ইত্যাদির উপাদানগুলিকে রাখা যেতে পারে।

শরীরের দৈনন্দিন চাহিদা মতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি সরবরাহের জন্য কম খরচে পাকা কলা, পেঁপে এবং পেয়ারা খুবই উপযোগী। এই ফলগুলো সহজলভ্যও বটে। এই তালিকায় ডুমুর, কতবেল, করমচা, বেল, থোড়, মোচা ইত্যাদি পদগুলি উপাদেয়।

দেহের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের প্রোটিনের জন্য অন্তত ১৫০ মিলিলিটার দুধ খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুধ শরীরে ভিটামিন বি ১২, রাইভোফ্লাবিন এবং ক্যালশিয়ামের যোগান বাড়াতে সাহায্য করে। চা, কফি বা লস্যির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় দুধের মাত্রা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক চামচমধু সহযোগে দুধ পান করলে তা দেহের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় র াসায়নিক সংকেত দ্বারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আহার তালিকায় অন্তত ১০গ্রাম ভোজ্য তেল রাখা উচিত এই তেল শরীরে অতিরিক্ত শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাছাড়া প্রয়োজনুসারে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহের কাজে অ্যাসিডগুলি শরীরে অন্তর্নিহিত পরিচালন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এই ভোজ্য তেলের তালিকায় সরষের তেলের সঙ্গে তিলের তেল, সয়াবিন তেল বা রাইস ব্রান অয়েল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিকেলের খাবারে কম খরচে মুড়ি, চিঁড়া, মুখরোচকক খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে বেশি মশলার ব্যবহার না করাই ভালো। জলখাবারে সবজির ব্যবহারও বেশ সস্তা।

দেহের প্রয়োজনানুসারে লোহা বা আয়রনের সঙ্গে ভিটামিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য গুড় বা গুড়জাত খাবার যেমন মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি সকালের টিফিনে রাখা যেতে পারে। গুড়ের সঙ্গে অংকুরিত ছোলা মিশিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে অনেকেই প্রাতঃরাশ সারেন। র াতেরর খাবারে ভাত না খেয়ে মাঝেমধ্যে দুধ সাবু খেলে স্বাদেরও পরিবর্তন হয়।

আজকাল বাজারে ফাস্টফুডের রমরমা। বাজার থেকে ভাজা খাবার না কিনে ঘরে তৈরি সিদ্ধ খাবার খেলে শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। স্যালাডের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে খাদ্যাভ্যাসের একঘেয়েমি দূর হবে। যেমন অঙ্কুরিত কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ এবং নুন গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে সুস্বাদু স্যালাড বানানো যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, সস্তায় সুষম খাদ্যের সন্ধান কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কমূলক পদক্ষেপ এবং একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দামি সস্তা বা ভালো খারাপের যথাযথ সমন্বয় এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া বর্তমানে ডায়াটিশিয়ানরা শরীর আন্দাজে ডায়েট চার্ট তৈরি ককরে দিচ্ছেন। ফলে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় তৈরি হলেও তাদের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস শুরু করা উচিত।

৫ উপসর্গ: ত্বকে দেখা দিলেই সতর্ক হোন, ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর বহুল ব্যবহার এবং ত্বকের যত্নে অনীহা এই সব কারণ ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্যানসার শরীরের যে কোনও অঙ্গে হতে পারে। অঙ্গভেদে ক্যানসারের লক্ষণও আলাদা হয়। ত্বকের ক্যানসারের বেশ কয়েকটি উপসর্গের মধ্যে অন্যতম হল ঘাড়ে, মুখে এবং কানের কাছে মাংসপিণ্ড তৈরি হওয়া।

চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় “বেসাল কার্সিনোমা”। মূলত সূর্যের আলো শরীরের যে সব অংশে স্পর্শ করে, সেই অঙ্গগুলিতেই এই ধরনের উপসর্গগুলি দেখা যায়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসারের অন্যতম বড় কারণ। অনেকে মনে করেন ত্বকে আঁচিল বেরোলে তা আদতে ক্যানসারের উপসর্গ। এমনটা কিন্তু নয়। শরীরের কিছু অংশে আঁচিল দেখা দিলে তা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। যদি আঁচিল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে তা ত্বকের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে আঁচিল না ক্যানসার তা বোঝা সহজ নয়। তাই ঝুঁকি না নিয়ে চিকিতকদের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

কোন কোন উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন?

বিভিন্ন কারণে ত্বকের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। তবে ত্বকের ক্যানসারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১) বাদামি, কালো বা গাঢ় নীল রঙের কোনও দাগ হঠাতদেখা দিলে।

২) ত্বকের উপর মোমের মতো সাদা রঙের কোনও মাংসপিণ্ড, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

৩) কোনও ক্ষত, যেখান থেকে রক্তপাতও হতে পারে।

৪) ত্বকে কোনও অংশে দাগ দেখা দিলে আর সেই দাগের স্থানে যদি ক্রমাগত চুলকানি হয়, আর ব্যথা হয়।

৫) সারা গায়ে আঁচিলের মতো মাংসপিণ্ড ছড়িয়ে পড়লে।

উপরিউক্ত যে কোনও একটি সমস্যা যদি ঘাড়, কান বা মুখের কোনও অংশে দেখতে পান তাহলে অতি অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

গ্রীষ্মকালে তো বটেই, শীতকালেও বাড়ির থেকে বেরোলে অতি অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন।

কী ভাবে সুরক্ষা নেবেন?

১) সূর্যের আলো থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন ডি শরীরের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে সূর্যের তীব্র আলোর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। ২) গ্রীষ্মকালে তো বটেই, শীতকালেও বাড়ির থেকে বেরোলে অতি অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন। এমনকি, আকাশ মেঘলা থাকলেও সানস্ক্রিন মেখে বেরোনোই ভাল।

৩) ত্বক উজ্জ্বল করার ক্রিম, মাথার রং এই সব ব্যবহারের আগে উপকরণগুলি খুব ভাল করে দেখে নেবেন। না হলে কিন্তু এই সব থেকেই ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে।

৪) ত্বকে হঠাতকরে কোনও দাগ বা মাংসপিণ্ডের আবির্ভাব ঘটলে অবহেলা না করে চিকিতকের সঙ্গে কথা বলুন।

৫ যোগাসন: শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে হঠাৎশ্বাসকষ্ট হলে আরাম দিতে পারে

কখনও প্রচণ্ড গরম। আবার কখনও অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সকাল থেকেই শরীরটা কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। রোদের তেজ তেমন না থাকলেও অদ্ভুত ভ্যাপসা আবহাওয়া। বুকে কেমন যেন চাপ অনুভব করছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। চারিদিক কেমন যেন বদ্ধ লাগছে। অথচ সর্দি-কাশি বা হাঁপানির সমস্যা রয়েছে, তেমনও নয়।

চিকিৎসকেরা বলছেন, এমন অনুভূতি যে সব সময় হাঁপানি থাকলেই হতে পারে এমনটা নয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে আগের রাতে হয়তো যে খাবার খেয়েছেন, তা ভাল হজম হয়নি। সেখান থেকে গ্যাস হয়ে গিয়েও দম নিতে সমস্যা হচ্ছে। বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের কাছে তো যাবেনই। তবে এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য নিয়মিত কয়েকটি যোগাসন অভ্যাস করে দেখতে পারেন।

১) সুখাসন ম্যাটের উপর পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসুন। এ বার ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে বাঁ ঊরুর উপর এবং বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে ডান ঊরুর উপর রাখুন। এর পর দুই হাঁটুর উপর দু’হাত টান টান করে রাখুন। এই অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসে স্বাভাবিক ছন্দে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। দুই থেকে তিন মিনিট পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে পারেন।

২) ভুজঙ্গাসন ম্যাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাতের তালু মেঝের উপর ভর দিয়ে পাঁজরের দুই পাশে রাখুন। এর পর কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাকি শরীরটা ধীরে ধীরে উপরের দিতে তুলুন। এর পর মাথা বেঁকিয়ে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। প্রথম দিকে এই আসন তিন বার করুন। পরবর্তী কালে পাঁচ-ছ’বারও করতে পারেন।

৩) মত্যাসন ম্যাটের উপরে টান টান হয়ে শুয়ে দু’পা এক জায়গায় করে নিতে হবে। দু’পাশে টানটান করে রাখতে হবে দুই হাত। তার পরে চোখ বুজে ফেলতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস থাকবে স্বাভাবিক। এ বার ধীরে ধীরে ধনুকের মতো করে বেঁকিয়ে ফেলতে হবে পিঠ। কাঁধও উঠে আসবে। শরীরের ভার হাতের কনুইয়ের পাশাপাশি থাকবে মাথা ও নিতম্বে। বুক উপরের দিকে উঠে আসবে। সবটা ঠিকমতো করলে অনেকটাই মাছের মতো দেখাবে। স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকবে শ্বাসপ্রশ্বাস। ৪) পশ্চিমোত্তনাসন প্রথমে দুই পা টানটান করে সোজা হয়ে বসুন। শ্বাস নিতে নিতে দুই হাত মাথার উপরে তুলুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত-সহ কোমর থেকে সামনের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে মুখ হাঁটুতে স্পর্শ করুন। আসন করার সময় পেট ভিতরের দিকে হালকা টেনে রাখুন। আগের অবস্থায় ফেরার সময় শ্বাস নিতে নিতে হাত ওঠান এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নামিয়ে নিন। দিনে তিন থেকে পাঁচ বার এটি করুন। ৫) শবাসন যেমন তেমন ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেই যে শবাসন করা যাবে, তা কিন্তু নয়। এই যোগাসন করতে হলে প্রথমে পিঠের উপর ভর দিয়ে শুতে হবে। তার পর হাত দুটো দেহের দু’পাশে পাশে রেখে পা দুটো মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে টান টান করে রাখতে হবে। মাটিতে রাখা দু’টি হাতের তালু থাকবে উপরের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে। এই যোগাসন যে হেতু একেবারে শেষে করতে হয়, তাই চাইলে একটু বেশি সময় ধরে এই যোগাসন অভ্যাস করা যায়।

মেয়েরা চুল নিয়ে কীসের চিন্তা

এসময়ে চুলের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, ওমেন্স ওয়ার্ল্ডের অন্যতম পরিচালক রূপ বিশেষজ্ঞ ফারনাজ আলম। চুল সুন্দর রাখতে আমাদের যা করতে হবে- সপ্তাহে ২-৩ বার শ্যাম্পু করতে হবে রাতে ভাল করে তেল ম্যাসাজ করুন। চুলের ডগা ফেটে যাওয়া রোদে পোড়ার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে চুল ট্রিম করিয়ে নিন। চুল ছোট না করতে চাইলে টুপি ব্যবহার করতে পারে, স্কার্ফ বা ক্লিপ দিয়ে চুল বেধেও রাখতে পারেন। তবে বেশি টাইট করে চুল বাধবেন না। খেয়াল রাখবেন চুলের মধ্যে যেন হাওয়া চলাচল করতে পারে।

ধুলো-ময়লা জমে অনেক সময় চুল নিস্তেজ হয়ে যায় অলিভ অয়েল, নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে মেথি পেস্ট মিশিয়ে মাথার তালুতে ম্যাসাজ করুন, চুল ঘন ও উজ্জ্বল থাকবে। দইয়ের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে চুলে দিন। তারপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। দুই ভাগ অলিভ অয়েল, এক ভাগ মধু মিশিয়ে পুরো চুলে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালাক গরম জলে চুল শ্যাম্পু করে নিন। এভাবে অলিভ অয়েলের সঙ্গে কলা চটকেও চুলে দিতে পারেন।

চুলে শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ডের কন্ডিশনার লাগান। চুলের জন্য জোজোবা অয়েল খুব উপকারী। নিয়মিত চুলের ডগায় জোজোবা অয়েল লাগালে চুল নরম হয়। বড় কসমেটিক স্টোরে জোজোবা ওয়েল পাওয়া যায়। বাইরে বেরোনোর সময় চুল বেঁধে রাখুন। বাইরের রোদ ময়লা থেকে অনেক খানি রক্ষা পাবেন। নিয়মিত শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করুন, চুলের জন্য শ্যাম্পু নয়, ক্ষতিকর হচ্ছে ময়লা সপ্তাহে অন্তত দুই দিন চুলে তেল দিন। সারারাত তেল রাখতে না চাইলে অন্তত দুই ঘন্টা রাখুন শ্যাম্পুর পর অবস্যই ভালো কোনো কন্ডিশনার লাগিয়ে ২ থেকে ৪ মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর জল দিয়ে ভালো করে চুলে ধুয়ে নিন।

চুলে যতটা সম্ভব হিট দেওয়া, আয়রন করা এবং কেমিক্যাল জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার কম করুন। চেষ্টা করুন সপ্তাহে একদিন চুলের বাড়তি একটু যত্ন নিতে টক দুই চুলের জন্য খুব ভালো। সঙ্গে একটি ডিম ও একটি লেবুর রস মিলিয়ে চুলে দিয়ে ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করুন।

যদি চুল পড়া শুরু হয়, তাহলে মেহেদি, পেঁয়াজের রস ও টক দই লাগান। কয়েক দিনের মধ্যেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। চুলের পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিদিনের খাবরের তালিকায় পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যসম্মত ও কম তেল- মশলাদার খাবারের দিকে নজর দিন।

একসঙ্গে সব কিছু করা হয়তো শুরুতে বেশ ঝামেলার ব্যাপারে মনে হবে। ধীরে ধীরে অভ্যাস করুন। দেখবেন আপনি খুব সহজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এগুলো আপনার অজান্তেই দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যাবে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে মাঝেক মাঝে অল্পস্পল্প বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়ার কিছুটা আরামদায়রক হয়ে উঠছে। কিন্তু পরদিন সকালেইক আবার প্রখর সূর্যের তাপে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। একাট স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। খুব ঘাম হচ্ছে। এই সময় চুলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। চুল অতিরিক্ত পড়তে থাকে। চুলে খুশকির উপদ্রব বনে। চুলরে তকচকে ভাব নষ্ট হয়।

অতিরিক্ত ঘাম চুলের গেড়া নষ্ট করে দেয়, নরম করে দেয় এর ফলে চুল পড়তে শুরুর করে। এচাড়া চুল ভিজে গেলে ভালো করে না শুকালোও ছুল নষ্ট হয়। মাখায় তাণ্ডতে ঠাংগাল ইনফেকশন হয়। তার জন্য মাথা সব সময় চুলকাতে থাকে। তাই অতিরিক্ত চুল পড়া এবং ফাংগাল ইনফেকশনের হাত থেকে বাঁচতে বর্ষাকালে চুলের বিশেষ যত্ন করতে হবে। এছাড়া এই সময় চুল চিটচিটে হয়ে যায় বলে ডুলের চকচকে ভাব ফিরেও আ,।

বর্ষায় সময় বৃষ্টির জলে ভিজলে চুল নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। এর হাত থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহার করতে হবে। কোনও কারণে যদি চুল ভিজে যায় তাবলে বাড়িতে এসে সাধারণ জল দিয়ে চুল ভালো করে আরেকরা ভিজিয়ে ধুয়ে চুল মুছে শুকিয়ে নিতে হবে।

এছাড়া তকগুলি নিয়ম মেনে চললেও এই সময় চুল ভালো থাকবে। ছুল পরিশকার করতে হবে। চুল খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে স্ক্যাল্প-এ চুলকানি কম হবে এবং মাথায় চুলও উজ্জ্বল হবে।

সপ্তাহে একদিন চুলও উজ্জ্বল হবে। সপ্তাহে একদিন বা প্রয়োজনে দু’দিন শ্যাম্পু করার ঘন্টাখানেক আগে অলিভ অয়েল তেল গরম করে মাথায় ও পুরো চুলে লাগাতে পারনে। এক ঘন্টা পর কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

ভরা শ্রাবণে পাতে পড়ুক মালাইকারি, রুপোলি ইলিশের

বর্ষাকাল মানেই বাঙালির হেঁশেল ম ম করে ইলিশ মাছের গন্ধ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির দুপুরে ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুড়ির সঙ্গে কিংবা কালোজিরে, বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল পাতে আলো করে থাকে ইলিশ। পদ যাই হোক, ইলিশ থাকলে আর কিছু না হলেও যেন চলে যায়। সর্ষে বাটা দিয়ে, ভাপা, পাতুরি ইলিশের এই পদগুলি প্রতি বর্ষায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়া হয়ই।

এই শ্রাবণে নতুন কিছু খেতে চাইলে বানাতে পারেন ইলিশের মালাইকারি। রইল প্রণালী।

উপকরণ: ইলিশ মাছের টুকরো: ৪টি, টক দই: এক কাপ, নারকেলের দুধ: দু কাপ,আদা বাটা: ১ চা চামচ, জিরে বাটা: আধ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা:,১ টেবিল চামচ,কিশমিশ বাটা: ১ টেবিল চামচ,হলুদগুঁড়ো: আধ চা চামচ,লাল লঙ্কারগুঁড়ো: ১ চা চামচ, চেরা কাঁচা লঙ্কা: ৪-৫টি, পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ, বেরেস্তা: ১ কাপ, নুন: পরিমাণমতোচিনি: ২ চা চামচ,তেল: পরিমাণমতো,

প্রণালী: কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজতে দিন।পেঁয়াজ লাল হয়ে ভাজা ভাজা হয়ে এলে সব বাটা মশলা আর গুঁড়ো মশলা দিয়ে কষাতে থাকুন। মশলা কষানো হয়ে এলে টক দই আর নুন দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মিনিট পাঁচেক পরে নারকেলের দুধ ঢেলে দিন কড়াইয়ে।

দুধ দিয়ে কিছু ক্ষণ ফোটানোর পরে চিনি, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাছগুলি দিয়ে দিন। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি। ইলিশ মাছ যদি টাটকা হয় তাহলে কাঁচা মাছ দিয়ে রান্না করতে পারেন। আর মাছ বাসি হলে হালকা করে ভেজে নিলে ভাল। ঝোল ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। বর্ষার দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের মালাইকারি জমে যাবে।

বোর্ড গঠন ঘিরে রণক্ষেত্র ফুরফরা শরিফ, পুলিশের সঙ্গে বচসা নওশাদের

হুগলি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন ঘিরে রণক্ষেত্র ফুরফরা শরিফ। পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আইএসএফ ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। উঠছে বোমাবাজির অভিযোগ। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টির অভিযোগও উঠেছে। আর এই তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। অশান্তির মাঝে বাতিল হয়ে গেল বোর্ড গঠন। আজ বোর্ড গঠন হবে না বলে জানালেন বিডিও। ফুরফুরা পঞ্চায়েতের ২৯ টি আসনের মধ্যে ২৪ টি পেয়েছে তৃণমূল। আইএসএফ ও সিপিএম জোটের দখলে ৫ টি আসন। কিন্তু ভোটের পরে এলাকায় ব্যালট পেপার উদ্ধারের ঘটনায় জাঙ্গীপাড়ার বিডিও-কে তলব করা হয়েছিল। সেই মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। এরই মধ্যে এদিন তৃণমূল বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সকাল থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। অভিযোগ, বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে বুধবার রাত থেকেই অশান্তি চলছে হুগলির ফুরফুরায়। ফুরফুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান তথা বর্তমানে জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আহমেদ জানিয়েছিলেন, রাতে পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। সারারাত বোমাবাজি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল হতেই বোর্ড গঠন ঘিরেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

অভিযোগ, নওশাদ সিদ্দিকির উপস্থিতিতে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করে আইএসএফ। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও ইটবৃষ্টি করা হয় অভিযোগ। আইএসএফকে ছত্রভঙ্গ করতে পালটা টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। নওশাদের সঙ্গে কথাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন বিধায়ক। পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে বলে অভিযোগ। বচসার সময়ে এক পুলিশকর্মীকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায় নওশাদকে। তা নিয়ে বচসা আরও তীব্র হয়। এক পুলিশকর্মীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে নওশাদকে বলতে শোনা যায়, 'আপনার বাঁদরামি আমি ছুটিয়ে ফেলব।' পাল্টা পুলিশকর্মীও প্রতিবাদ করে বলছেন, 'বাঁদরামি কী হয় দেখা যাবে। আপনাকে তুই করে বলার অধিকার কে দিয়েছে?' সবমিলিয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। প্রসঙ্গত, শুধু ফুরফুরা নয়, গত কয়েকদিন ধরে বোর্ড গঠন ঘিরে উত্তাল বাংলা।

দরঙের দলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত বাইকার

দরং (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত দলগাঁও বিধানসভা এলাকার বেসিমারি এলাকায় সংঘটিত ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন জনৈক মোটর বাইক আরোহী। গুরুতর আহতকে বেসিমারি উন্নয়ন খণ্ড দফতরের কর্মচারী আব্দুল হক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দরং জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার সকালে দলগাঁও থানাধীন ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। এদিন সকালে নিজের মোটর বাইকে করে আব্দুল হক তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন। অফিসের কাছেই দুরন্ত এএস ১৩ এসি ১২৫৩ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী আল্ট্রা বাস আব্দুলের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান আব্দুল। খবর পেয়ে কিছুক্ষণ পর অকুস্থলে পৌঁছে পুলিশ। তাঁরা রক্তাক্ত আব্দুল হককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাস্তা থেকে তুলে দরং হাসপাতালে পাঠায়। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

খড়গ্রাম খুনে সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ গ্রেফতার ৪, অভিযুক্তের বাড়িতে হামলা উত্তেজিত জনতার

খড়গ্রাম, ১০ আগস্ট (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে এক সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ চার। সকলেই তৃণমূল সমর্থক বলে খবর। এদিকে রাগে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার সকালেও ব্যাপক উত্তেজনা খড়গ্রামে।

কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হয়েই দলবদল করেছিলেন সানোয়ারা বিবি। বুধবার সাদল গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়। তারপরই বিকেলে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীর ছেলেকে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার থেকে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামের রুহিগ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়রকে। তাঁর নাম ইজারুল শেখ ওরফে সঞ্জয়। ধৃতরা সকলেই তৃণমূল সমর্থক বলে খবর। ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

এদিকে, এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালেও নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। গ্রামে যাতে অশান্তি না বাড়ে তাই মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী

প্রয়াত এনএফ রেলের প্রাক্তন চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়ের বড় ভাই মৃণাল

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : বিশিষ্ট আইনজীবী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক কর্মী প্রদীপ দত্তরায়ের বড় ভাই মৃণাল দত্তরায়। গতকাল রাত প্রায় ১১টায় গুয়াহাটির অ্যাপলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মৃণাল দত্তরায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। রেখে গেছেন দুই পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা ও দৌহিত্র-দৌহাত্রীদের। হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্যাজনিত কারণে দু-দিন আগে তাঁকে বেসরকারি অ্যাপলো হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। শিলচর থেকে প্রদীপ দত্তরায় জানান, তাঁরা পাঁচ ভাই। সর্বজ্যেষ্ঠ ভাই মৃণাল দত্তরায়ের কর্মজীবন কেটেছে ভারতীয় রেল সেবায় আধিকারিক হিসেবে। এনএফ রেলওয়ের হিসাব রক্ষণ বিভাগে যোগ দিয়ে কর্মদক্ষতা ও সততার জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিসের ক্যাডার হিসেবে মনোনীত হন। এনএফ রেলওয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তথা চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে মালিগাঁওয়ে সদর দফতরে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এই পদেই অবসর গ্রহণ করেন তিনি। দীর্ঘ কর্মজীবনে অন্যায্য কোনও অনুগ্রহ প্রদান বা আনুগত্য প্রদর্শন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অনমনীয় এই মনোভাবের জন্য কর্মীমহল তথা সমাজে তাঁর একটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল যা শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার মিশেলে আজও সবার মননে দীপ্তমান।

প্রদীপ জানান,সফল রেল আধিকারিকের পাশাপাশি মৃণাল দত্তরায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর মানবদরদি সংবেদনশীল মনের সান্নিধ্য পেয়েছেন অনেকে। বছর-কয়েক আগে মৃণালবাবু শেষবারের মতো শিলচরে গিয়েছিলেন রূপম সংস্থার প্রস্তাবিত বৃদ্ধাশ্রমের জন্য তাঁদের পারিবারিক তিন বিঘা জমি দান করার উদ্দেশ্যে। সেবার তাঁদের মা-বাবার নামাঙ্কিত রূপম প্রতাপপ্রিয় আনন্দ আশ্রমের জন্য এই জমির দখলস্বত্ব তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রূপম-এর কর্ণধার নিখিল পালের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ছোট ভাই প্রদীপ দত্তরায় বলেন, মৃত্যু মানুষের অমোঘ নিয়তি। কিন্তু মানুষ তাঁর কর্মকৃতির মাধ্যমেই সমাজমননে বেঁচে থাকেন। প্রয়াত মৃণাল দত্তরায় তাঁর নিষ্ঠা, সততা, সমাজমনস্কতার জন্য চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর আত্মীয় পরিজন, তাঁর গুনগ্রাহীদের স্মৃতিতে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৯ , মৃত্যু ২ জনের

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১, ৫০৫ জনে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯২০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৭২৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৭, ৬৩৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ৪০৩ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৬,৭২৯।

ভেঙে দেওয়া হয় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট

ইসলামাবাদ, ১০ আগস্ট (হি.স.) : ভেঙে দেওয়া হয় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট)। বুধবার মধ্য রাতে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির দফতর আইওয়ান-ই-সদরের জারি করা এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সংবিধানের ৫৮ ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শেহবাজ সরকারের শাসনের অবসান ঘটেছে।ফলে আগামী তিনদিনের মধ্যেই কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে হবে। সেই সঙ্গেই দেশের নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিন মাসের মধ্যে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের পরামর্শের ভিত্তিতেই এটি করা হয়েছে। বুধবার প্রেসিডেন্ট আলভির কাছে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে চিঠি পাঠান শেহবাজ শরীফ। তার পরামর্শে বুধবার মধ্যরাতে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। শেহবাজ শরীর সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১২ আগস্ট। এর তিনদিন আগেই দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন তিনি।

পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, জাতীয় পরিষদ মেয়াদ পূর্ণ করলে ৬০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিলে ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন দিতে হয়। আর সে হিসাবে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানে নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তুতি চলবে। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন শাহবাজ শরিফ। তারা ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদের স্পিকার তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটির মাধ্যমে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম নির্বাচন করবেন। তারাও ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন দুই দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

গত বছরের এপ্রিলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রধানমন্ত্রী হন শেহবাজ শরীফ। এর পর প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানো ইমরানকে দমনেই ব্যস্ত ছিল শেহবাজ শরীফের সরকার।

রাজারহাটে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা বেশ কয়েকটি গাড়িতে, আহত ১ পথচারী

রাজারহাট, ১০ আগস্ট (হি.স.): রাজারহাট রোডে ফের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা বেশ কয়েকটি গাড়ি ও পথচারীকে। বৃহস্পতিবার রাজারহাট রোডে ২১৭ বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। আহত ব্যক্তিকেকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনাস্থে পৌঁছায় নারায়নপুর থানার পুলিশ। পলাতক গাড়ির চালক। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সাদা রঙের একটি গাড়ি রাজারহাট চৌমাথার দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিল। রাজারহাট রোডে ২১৭ বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। রাস্তার ধারে থাকা একটি দোকানের সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে গোটা ঘটনার ছবি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দ্রুত গতির ওই গাড়িটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারার পাশাপাশি পথচারীদেরও ধাক্কা মারে। এবং দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইককেও ধাক্কা মেরেছে বলে জানান তাঁরা। তারপরে একটি বাসে পিছনে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় ড্রাইভার। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। আহত একজনকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনাস্থে পৌঁছায় নারায়নপুর থানার পুলিশ।

তৃতীয়বারের জন্য রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১০ আগস্ট (হি.স .) : ফের একবার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। এই নিয়ে তৃতীয়বার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হল। একইসঙ্গে রিভার্স রেপো রেট-ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রিজার্ভ বাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাশ জানান, মনিটারি পলিসি কমিটি সর্বসম্মতভাবে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৬.৫০ শতাংশেই রেপো রেট স্থির রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, "সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে মনিটারি পলিসি কমিটি রেপো রেট ৬.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট ৬.২৫ শতাংশে, মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট ও ব্যাঙ্ক রেট ৬.৭৫ শতাংশে রাখা হয়েছে।" এদিন আরবিআই প্রধান জানান, মনিটারি পলিসি কমিটির ৬ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জনই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক বৃদ্ধির উপরই জোর দিয়েছে। বিগত কয়েক মাসে যে ব্যাপক হারে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শক্তিকান্ত দাশ।

রাজগড়: বাইক আরোহীর কাছ থেকে অবৈধ মদ উদ্ধার, তদন্ত চলছে

রাজগড়, ১০ আগস্ট (হি.স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ের কোতয়ালী থানার পুলিশ পিপলদী গ্রামে এক বাইক আরোহী যুবককে আটক করে তার কাছ থেকে প্লাস্টিকের ক্যানে রাখা ৬০ লিটার অবৈধ মদ উদ্ধার করে। যার দাম ছয় হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আবগারি আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এএসআই সমীর খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কালীপীঠের বিয়াপুরা থানার বাসিন্দা বাইক আরোহী পাপ্পুলালকে (৩৮) বুধবার রাতে পুলিশ আটক করে। পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি বাইক এবং ৬০ লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আবগারি আইনের ৩৪(২) ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

বিহারের বানজারিয়া ব্লকের বাংরি নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার আশঙ্কা

পূর্ব চম্পারণ, ১০ আগস্ট (হি. স) : বিহার জেলার বানজারিয়া ব্লকের ফুলওয়ার উত্তর পঞ্চায়েতের নাগাদহন গ্রামের কাছে নেপাল থেকে উৎপন্ন বাংরি নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টির পর জলের পরিমাণ বেড়ে বুধবার সন্ধ্যায় বাঁধ ভেঙ্গে যায়। নদীর জল দ্রুত পশ্চিম দিকে মালাহী স্কুলের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হওয়াযর ফলে বহু গ্রামে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাঁধ ভাঙার খবর পেয়ে সদর এসডিএম শ্রেষ্ঠা অনুপম, সার্কেল অফিসার মণি কুমার ভার্মা, বিডিও সুনীল কুমার গৌড়, থানার সভাপতি প্রভাকর পাঠক এবং জল নিষ্কাশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ইফতেখার ইমাম ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। তারপর নদীর বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়। বাঁধ তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় গ্রামবাসী প্রভাত কুমার ও অজিত সিং বাবলু জানান, এই বাঁধের আরও দুটি জায়গায় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, অবিলম্বে এটি মেরামত করা না হলে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, বানজারিয়া জেলার ব্লক, যেখানে নেপালের অনেক নদী বুধী গন্ডকে মিলিত হয়েছে।কিন্তু এখানে স্থায়ী বাঁধ না থাকায় প্রতি বছর বন্যার ফলে এখানকার বাসিন্দাদের মর্মান্তিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে, বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : আগামী ৪-৫ দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত মেঘলা আকাশ ও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। কলকাতা বা তার পার্শবর্তী অঞ্চলে প্রধানত মেঘলা আকাশ ও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত থাকবে আগামী চার পাঁচ দিন। এমনটাই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে আগামী ২৪ ঘন্টায়। তবে দু একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ১০ এবং ১১ তারিখ নাগাদ সামান্য বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। ১২ তারিখ থেকে ফের কিছুটা বৃষ্টি বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ১২ থেকে ১৩ তারিখ নাগাদ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। কলকাতার তাপমাত্রা ৩২-৩৩ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভবনা আগামী চার পাঁচ দিন। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টি চলবে আগামি ৫ দিন। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় মাত্র ০.১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও একই রকম আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ অবিরাম বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। দক্ষিণবঙ্গেও এদিন সকাল থেকে মেঘলা আকাশ থাকলেও শুক্রবার পর্যন্ত খুব বেশি বৃষ্টি হবে না।

কোচবিহারের তিরিশ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স .) : কোচবিহারের তিরিশ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সমস্ত নথি নিয়ে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তাঁদের।

জানা গিয়েছে, কোচবিহারের এই তিরিশ জন শিক্ষক ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাঁদের চাকরি হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই চাকরিগুলি অর্থের বিনিময়ে হয়েছে কি না, কোনও গলদ রয়েছে? এই বিষয়টিই তদন্তকারী সংস্থা খুঁজে বের করতে চাইছেন। সিবিআই-এর ডাক পাওয়া প্রত্যেক শিক্ষককেই মাধ্যমিক থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত যত নথি রয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।শুধু তাই নয়, এই নথি জমা দেওয়ার পর শিক্ষকদের বয়ান রেকর্ড করাও হবে বলেও সিবিআই সূত্রে খবর মিলেছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার বাঁকুড়ায় চাকরি পেয়েছেন এমন সাতজনকে তলব করা হয়েছিল। আজ আবার একসঙ্গে তিরিশ জন তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন মুর্শিদাবাদের ৪ প্রাথমিক শিক্ষক।

ঝাড়খন্ডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বিজেপি নেতার ছেলের

রাঁচি, ১০ আগস্ট (হি.স .) : ঝাড়খন্ডের তামর থানা এলাকার তামর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক প্রার্থী রিতা মুন্ডার ছেলে রোশন মুন্ডার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তামরের দিকে যাওয়ার সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় রোশন মুন্ডার (২২)।

তথ্য অনুযায়ী, বুধবার গভীর রাতে একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে মোটরসাইকেলটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটি পিকআপ গাড়ির সামনে আটকে যায়। মোটরসাইকেল আরোহী রোশন মুন্ডা (২৩) ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং পিছনে থাকা সুকেশ পাতর (২৯) গুরুতর আহত হন। আহতকে তাৎক্ষণিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তামর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতের মাথায় ও পায়ে গুরুতর জখম রয়েছে। দুজনেই তামরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তামর কমিউনিটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য রিমসে রেফার করা হয়েছে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশে, মাত্রা ৩.৪

শিমলা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের মাটি। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৪।

ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ১১.২০ নাগাদ কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের লাহোল এবং স্পিতি এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৪। তবে এই ভূমিকম্পের জেরে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। কোথাও কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না সেব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এদিকে রাতের অন্ধকারে আচমকা কেঁপে ওঠায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। আতঙ্ক ছড়াতে থাকে ক্রমশ।

সাতারায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪ , আহত ৫ জন

মুম্বাই, ১০ আগস্ট (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার সূর্যচিওয়াড়ি এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫ জন। আহতদের সাতারার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

সাতারা জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার অজয় কোকাটে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, বৃহস্পতিবার সকালে সাতারা জেলার খাটাভ তহসিলের মায়ানি গ্রামের প্রায় দশজন ভক্ত একটি গাড়িতে করে দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সূর্যচিওয়াড়ি এলাকায় একটি গাছে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় তাদের গাড়ি। এই ঘটনায় চারজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গাড়ির চালকও রয়েছেন।

ডুয়ার্সের চাপরামারি অভয়ারন্যের ভেতর মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু গর্ভবতী হাতির

জলপাইগুড়ি, ১০ আগস্ট (হি. স.) : ডুয়ার্সের চাপরামারি অভয়ারন্যের ভেতর মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল গর্ভবতী হাতির। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ট্রেনের ধাক্কার গর্ভবতী হাতির পেট থেকে শাবক বেরিয়ে আসে। বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর জানান, আলিপুরদুয়ারের দলগাওঁ থেকে ডলোমাইট বোঝাই ট্রেন ডুয়ার্স দিয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল জঙ্গলপথে। বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। যে হস্তী শাবকটি মা হাতির পেট ফেটে বেড়িয়ে এসেছে, তা আগামী ২৪ ঘণ্টায় মা হাতিটি প্রসব করতো বলে রাজেন্দ্র জাখরের ধারণা। জানা গিয়েছে, জঙ্গলপথে মালবাহী ট্রেনের স্পীড ছিল। ধীরে চালানোর কোনও নির্দেশিকা মানা হয়নি। ব

বষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখন্ড, মৃত্যু ন'জনের

হৃষীকেশ, ১০ আগস্ট (হি.স .) : বষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। মৃত্যু হয়েছে ন'জনের। বুধবার রাত থেকে ভারী বর্ষণে হৃষীকেশের ধলওয়ালা এবং খারা এলাকা জলমগ্ন। বেশ কয়েকটি বাড়ি জলের তলায়। দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। ধলওয়ালা এবং খারা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। জলমগ্ন এলাকা থেকে প্রায় ৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিংহ ধামি পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়মিত দেখতে চার ধাম তীর্থযাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বৃষ্টিতে রাজ্যের বহু বাড়ি জলে ডুবে গিয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বর্ষার মরসুমে বেশ কয়েক বার ধস নেমেছে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায়। যার জেরে দুর্ভোগে পড়েছেন সে রাজ্যের বাসিন্দারা। ধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়েছিল বেশ কয়েকটি রাস্তা।

নাগরিক পরিষেবাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করবে নিগম ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। আজ সর্বসম্মতিক্রমে আগরতলা পুর নিগম এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পাশ হয়। বাজেট পাশ হওয়ার পর মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের জানান মূলত নাগরিক পরিষেবাকে প্রাধান্য দিয়ে ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে সামনে রেখে ৩৯৭ কোটি টাকার এই বাজেট পাশ হয়। তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথে এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে গোটা রাজ্যের সঙ্গে উন্নয়নের নতুন ফলক স্পর্শ করবে আগরতলা পুর নিগম। বাজেট পাশ করার সময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ কর্পোরেটরগন ও আধিকারিকরা।

অসমে বাল্যবিবাহের অভিযোগে গ্রেফতার আরও এক

কামরূপ (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : অসমে বাল্যবিবাহের অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবার কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত জোড়শিমুলি ফাঁড়ির পুলিশ বাল্যবিবাহের দায়ে অবৈধ স্বামী জনৈক শুকুর আলিকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, জোড়শিমুলির নয়াপাড়া পুঠিমারি গ্রামের ১৯ বছরের যুবক শুকুর আলি প্রায় ছয় মাস আগে ভাউরিয়াভিটার বাসিন্দা ১৫ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে পালিয়ে নিয়ে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেছিল।

ওই খবরের ভিত্তিতে জোড়শিমুলি পুলিশ ফাঁড়িতে ৩৫৫/২৩ নম্বরে এক মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান চালানো হয়। অবশেষে অবৈধ স্বামী শুকুর আলিকে ভাউরিয়াভিটায় নাবালিকার বাপের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ওই বিয়ের সঙ্গে জড়িত অভিভাবক ও বিয়ে সম্পাদনকারীদেরও গ্রেফতার করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ।

বদ্রীনাথ দর্শন করতে গিয়ে খাদে পড়ে গেলেল ২ বাইক আরোহী

নৈনিতাল, ১০ আগস্ট(হি.স) : উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ধাম দর্শনে এসে দুই বাইক আরোহী গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের ভাওয়ালি-আলমোড়া জাতীয় সড়কের কাছে। খাদে পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই যুবককে উদ্ধার করে। সাব-ইন্সপেক্টর দিলীপ কুমারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, স্থানীয়দের সাহায্যে উদ্ধার অভিযান চালায়।

রামলাল(২৮), বিজয় বাহাদুর যাদব(২৬)-কে পুলিশ উদ্ধার করে বলে জানা গিয়েছে। তাদের দুজনকেই স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। বাইক আরোহীরা বদ্রীনাথ বেরাতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিতে মোটরসাইকেলটি ছিটকে খাদে পড়ে যায়।দিলীপ কুমার আরও জানান, আহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

আগরতলা।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে গতকাল জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি কৃষ্ণজিৎ দাস। সভায় জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়া ব্লকের হাতিপাড়া শীতলা মন্দিরের পাশে একটি আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এছাড়া পটুনগর স্কুলে আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ২০টি নতুন গভীর নলকূপ খননের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৪টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ১০৫টি মলবোর খননের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২৭টি খনন করার কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে জেলায় ৫১০ কিমি পাইপলাইন সম্পসারণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া ডিভিশনে জল জীবন মিশনে ১১,৪৮৮টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এখন পর্যন্ত ১,৮৪৯টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এছাড়া এই ডিভিশনে ৩০টি গভীর নলকূপ খনন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১১টি খনন করা হয়েছে।সভায় উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলার মোহনপুর, বামুটিয়া, জিরানীয়া, ডুকলি, হেজামারা এবং মান্দাই ব্লকে ১২,৭০২টি পরিবারকে অর্থকরী ফসল চাষে সহায়তা দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত ৯,০৩৯টি পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে ৯০ হেক্টর জমিতে পাম চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে জিরানীয়ায় ৪ হেক্টর জমি পাম চাষের আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরে এমজিএন রেগা এবং এমআইডিএইচ প্রকল্পে ১৫ হেক্টর জমিতে আম চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলায় ৩১টি গ্রীণ হাউস করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডুকলি ব্লকে ৩টি, বামুটিয়া ব্লকে ৩টি, লেফুঙ্গা ব্লকে ১টি এবং মোহনপুর ব্লকে ১টি গ্রীণ হাউজ তৈরি করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় পশ্চিম জেলার ডুকলি ব্লকে ৮টি নতুন পুকুর খনন করা হয়েছে। এছাড়া জিরানীয়া মহকুমায় ২২টি এবং মোহনপুর মহকুমায় ২২টি নতুন পুকুর খনন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলায় ৪,৫৩৫টি পরিবারকে মৎস্য চাষে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রত্যাহার ২১শে

● প্রথম পাতার পর

ভোটার ২৬৫ জন রয়েছেন। এপ্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, ৮০ উর্ধ ভোটার এবং দিব্যাঙ্গজনরা বাড়িতে নাকি নিজস্ব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করবেন, তার মতামত মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরও জানান, ২০-ব'নগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৫১টি এবং ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৫৯টি। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে পানীয়জল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল জানান, ২টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথেই নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গেছে। সিপাহীজলা জেলার সম্পর্ণ এলাকায় নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকবে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরও জানান, উপনির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ণ করার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব, ডিজিপি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে ইতিমধ্যেই বৈঠক করা হয়েছে। তিনি জানান, হিংসা মুক্ত অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ সমস্ত ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং এরও ব্যবস্থা থাকবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ঊষাজেন মগ এবং ডেপুটি সিইও উৎপল চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কৃতজ্ঞতা জানাতে এখানে এসেছি। বলা হয় যে ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তিনি কোনও না কোনও উপায়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন। আমি এটাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করি যে বিরোধীরা এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। এমনকি ২০১৮ সালে, এটা ঈশ্বরের আদেশ ছিল যখন বিরোধী দলে আমার সহকর্মীরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল।

সে সময়ও আমি বলেছিলাম যে, অনাস্থা প্রস্তাব আমাদের সরকারের ফ্লোর টেস্ট নয়, এটা তাদের (বিরোধীদের) ফ্লোর টেস্ট। একই ঘটনা ঘটেছে। যখন ভোট হয়েছিল, তখন বিরোধী দলের ভোটের সংখ্যা তারা সংগ্রহ করতে পারেনি।

শুধু তাই নয়, আমরা সবাই যখন জনসাধারণের কাছে গিয়েছিলাম, জনসাধারণও তাদের জন্য পূর্ণ শক্তি দিয়ে অনাস্থা ঘোষণা করেছিল এবং নির্বাচনে এনডিএও বেশি আসন পেয়েছিল এবং বিজেপিও বেশি আসন পেয়েছিল। অর্থাৎ একভাবে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব আমাদের জন্য শুভ।

পুর নিগম

● প্রথম পাতার পর

আশা ব্যাক্ত করেছেন জেলাশাসক। তার মতে তা সম্ভব হয়েছে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কারনে। অন্যদিকে সোনামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর অরিজিৎ সিনহা জানিয়েছেন গত মাসের ১৩ তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৭ জন। তার মধ্যে বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯ জন। তাদের দেহে এন.এস ওয়ান টেস্টে ডেঙ্গুর জীবাণু ধারা পড়েছে। বর্তমানে ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জ্বর নিয়ে ভর্তি রয়েছে ২২ জন রোগী। মূলত গত মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। জেলার বিশালগড় মহকুমায় বিচ্ছিন্ন ভাবে তার সামান্য প্রভাব লক্ষ করা গেলেও সংক্রমণের প্রায় ৯৯ শতাংশই ছিল সোনামুড়ার ধনপুরে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

নামধাম উল্লেখ করে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অভিযুক্তরা এলাকায় দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা ফের যেকোনো সময় অঘটন ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন এলাকাবাসী। সে কারণেই নিরাপত্তার দাবিতে এলাকার মহিলারা পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এদিন। জেলা পুলিশ সুপার এলাকার মহিলাদের আশ্বস্ত করেছেন এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি এলাকার সমস্ত অংশের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। আজ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বালিকা মঞ্চ প্রকল্পের সূচনা করা হয়। এই প্রকল্পে জেলার প্রতিটি উচ্চ এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বালিকাদের নিয়ে অ্যামপাওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হবে। তারা লেখাপড়া সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করবে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের পশ্চিম জেলাভিত্তিক কর্মশালা। বালিকা মঞ্চ প্রকল্পের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন। কিন্তু এক্ষেত্রে নারীদেরও লক্ষ্য, ইচ্ছা ও একাগ্রতা থাকতে হবে। রাজ্য সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১১ জন মহিলা মন্ত্রী রয়েছেন। অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার, পদ্মশ্রী দিব্যাঙ্গ পর্বতারোহী অর্ণিমা সিনহা, পদ্মশ্রী সমাজসেবী শুভাষিনী মিশ্রা প্রমুখ আজ মেয়েদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, নারীদের সুরক্ষায় রাজ্যে মহিলা থানার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। রয়েছে মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়ার। চালু করা হয়েছে ওয়ান স্টপ সেন্টার। চালু রয়েছে মিশন বাৎসল্য প্রকল্প। আজ চালু করা হলো বালিকা মঞ্চ। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৪০ হাজার স্বসহায়ক দল রয়েছে। স্বসহায়ক দলের মহিলারা যাতে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। আগে নবম শ্রেণীর এসসি এবং এসটি ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া হতো। এখন নবম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া হয়। খেলাধুলায় আজ বালিকারা এগিয়ে রয়েছে। সম্পতি জাতীয় স্কুল মিটে ও জনজাতি মহোৎসবে বহির্রাজ্যে ১৩টি ইভেন্টে দল পাঠানো হয়েছিল। অনেকেই পুরস্কার পেয়েছে। তিনি বলেন, বালিকা বিবাহ রোধে আমাদের সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য বলেন, আজ নারীরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে প্রত্যেকটি কাজেই এগিয়ে আসছেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, জেলাশিক্ষা আধিকারিক রূপন রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে এমন ৩২ জন কৃতী ছাত্রীকে শংসাপত্র, পুস্তক ও স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে মিশন বাৎসল্য প্রকল্পে দুঃস্থ ৫ জন ছাত্রীর প্রত্যেককে লেখাপড়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য আহারের জন্য ৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে এই পুরস্কার ও আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের ডাকে হালাহালি বাজারে মিছিল ও কনভেশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। তিনটি শ্রমিক -কৃষক বামপনী সংগঠনের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনে হালাহালি বাজারে মিছিল এবং হালাহালি সি পি আই (এম) অফিসে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ।কনভেনশনের সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন প্রানেশ বর্মন, রনবিজয় দত্ত। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জন দাস ও শ্রমিক-কৃষক নেতা ,সুবীর দেব, অমর ভট্টাচার্য,দেবাশিষ দাস ।বক্তারা বলেন - এই বছর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮২ তম দিবস ।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জন অংশগ্রহণের বড় অধ্যায় ।যা স্বাধীনতা প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ সোপান গড়ে দেয় ।সেদিনের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে আত্মনির্ভর ভারতের বীজমন্ত্র প্রোথিত ছিল তার মূলোৎপাটন করতে চায় বিজেপি ।সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটি বাদ দিতে চায় ।মণিপুরের জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যকার ভয়ঙ্কর দাঙ্গা সমাধার বদলে ভূগর্ভস প্রাকৃতিক সম্পদ আম্বানি - আদানিদের হাতে তুলে দিতে জটিল করা বা হরিয়ানায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে সংখ্যালঘু সাফাই অভিযান সবকিছু তার জন্যই ।বর্তমান ভারত এই ফ্যাসিবাদী ও অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির জন্য বহুমুখী সংকটের আবর্তে ।তাই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সুরেসাম্প্রদায়িক- দাঙ্গাবাজ বিশ্বাসঘাতক লুঠেরাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে সকলে এগিয়ে আসুন।

হাইলাকান্দিতে বীরো-কা-বন্ধন ১২ আগস্ট: প্রাক্তন সৈনিকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ প্রশাসনের

হাইলাকান্দি (অসম) ১০ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের চূড়ান্ত কর্মসূচি অনুযায়ী মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচিতে আগামী ১২ আগস্ট হাইলাকান্দি জেলার ৬২ জিপি এবং দুটি পুরসভায় স্থাপিত শিলাফলককে বীরো-কা- বন্ধন কার্য্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে। জেলার প্রাক্তন সৈনিক কর্মকর্তাদেরকে তাদের নিকটবর্তী জিপিতে স্থাপিত শিলাফলককে আয়োজিত বীরোকা বন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।জেলা আয়ুক্ত জেলার সব প্রাক্তন সৈনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে জারি করা এক চিঠিতে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই চিঠির প্রতিলিপি জেলা পরিষদের সিইও জেলা সব ভিডিও এবং জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক এর কাছে পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে জেলার ৬২ জিপি এবং হাইলাকান্দি ও লালা পুরসভারশীলা ফলকের স্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য হাইলাকান্দি পৌরসভার হরিচরণ মহামায়া গার্লস হাইস্কুলে এবং লালা লালা হায়ার সেকেন্ডারি এন্ড মাল্টিপারপাস স্কুলে এই শীলাফলক স্থাপন করা হয়েছে।

পাথারকান্দির অপর্ণা সিংহের হাতে 'স্বচ্ছ সুজল শক্তি পুরস্কার' তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি

পাথারকান্দি (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির সিঙ্গারি গ্রামের বাসিন্দা অপর্ণা সিংহের হাতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রালয়ের 'স্বচ্ছ সুজল শক্তি পুরস্কার' তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আসন্ন ১৫ আগস্ট দেশের ৭৬-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার একমাত্র মহিলা অপর্ণা সিংহের হাতে 'স্বচ্ছ সুজল শক্তি পুরস্কার ২০২৩' তুলে দেবেন।

পাথারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রুপ সদস্যা তথা কৃষিজীবী সত্যজিৎ সিংহের স্ত্রী অপর্ণা সিংহ এই পুরস্কার গ্রহণ করতে আগামীকাল শুক্রবার সকাল সাতটায় রেলপথে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছেন। বিয়ের আগে থেকেই সমাজের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে আসছেন এই মহিলা ।প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজকর্ম সামলে বিগত ২০১৭ সালে 'লক্ষ্মী আত্মসহায়ক গোট' গঠন করে সামাজিক কাজের মাধ্যমে গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি সহ চারপাশে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার পাচ্ছেন অপর্ণা। এ সম্পর্কে অপর্ণা জানান, এই পুরস্কার-প্রাপ্তির খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি, আপ্লুতও।

নেশা সামগ্রীর দোকান অপসারণ

হাইলাকান্দি (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : নেশা মুক্তির অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ থেকে তামাক জাতীয় সামগ্রির দোকানের অপসারণ করা হয়। পুলিশ এনফোর্সমেন্ট বিভাগ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৃহস্পতিবার এই অভিযান চালানো হয় ।পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহনে নেশা মুক্তির সজাগতা সম্পর্কে প্রচারপত্র লাগানো হয়।

এছাড়া ২০০৩ সালের রাষ্ট্রীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন (সিওটিপিএ) সম্পর্কে জেলা জুড়ে মাইকিং করা হয়। উল্লেখ্য এই আইনের চার দ্বারা অনুসারে প্রকাশস্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ। ১৮ বছরের নিচের ছেলে মেয়েদের মধ্যে তামাক জাতীয় সামগ্রী বিক্রি নিষিদ্ধ। সিগারেট সাদা গুটকা ইত্যাদির বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। লংঘন করলে দুই বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান রয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সিগারেট গুটকা ও তামাক জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করা যাবে না। লঙ্ঘন করলে ২০০ টাকার জরিমানার সংস্থান রয়েছে।

গোলাঘাটে গ্রামরক্ষী বাহিনীর হাতে উদ্ধার ২১টি চোরাই গরু, আটক দুটি ট্রাক সহ চার ব্যক্তি

গোলাঘাট (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি গোলাঘাট জেলায়ও এখনও চলছে চোরাই গরুর অবৈধ ব্যবসা। এর সর্বশেষ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আজ ভোরে গোলাঘাটের কমারবন্ধা থানা এলাকার কাবরুগাঁওয়ে।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ ভোরে গ্রামরক্ষী বাহিনীর হাতে ২১টি চোরাই গরু উদ্ধার হয়েছে। এর সঙ্গে গরু পাচারে ব্যবহৃত দুটি ট্রাক সহ চারজনকে আটক করেছে বাহিনী। গরু ও দুটি ট্রাক সহ চার ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে গ্রামরক্ষী বাহিনী।।না গেছে, দক্ষিণহেঙেরা ও শতজান থেকে মেরাপানিতে এএস ০৫ এসি ৩৮৭২ এবং এএস ১২ বিসি ২১০১ নম্বরের দুটি ট্রাকে করে ২১টি গরু পাচার করা হচ্ছিল। গ্রামরক্ষী বাহিনীর দল ট্রাক দুটিকে আটক করে ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা ওই গরুগুলি উদ্ধার করে।পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, গরুগুলি গোলাঘাটের বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি করে মেরাপানি হয়ে নাগাল্যান্ডে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল তস্করদের।

যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যু, দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি আবুটা-র

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি স)। যাদবপুরের ছাত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে যথাযথভাবে তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি করল সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)।এই সঙ্গে তাঁদের দাবি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে তা প্রশাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বৃহস্পতিবার আবুটা-র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় শাখার আহ্বায়ক দেবব্রত বেরা জানান, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রাবাস থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রাবাসের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা ৰ্যাগিং সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।নিজেদের গদি বাঁচাতে তাঁরা এধরণের অপকর্মে লিপ্ত থাকা ছাত্রদের একটি প্রভাবশালী অংশকে নীরব থেকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এমন মর্মান্তিক ঘটনার দায় প্রশাসকেই নিতে হবে।"

প্রদেশ কংগ্রেস

● আটের পাতার পর

একাধিক জনকল্যাণমুখী দাবি ছিল। সেই দাবিগুলি নিয়ে ত্রিপুরা উপজাতি কংগ্রেস প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে এক ধর্না কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আজকের এই বৈঠকে। অপরদিকে কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানান, বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যেখানে দিল্লি থেকে অজয় কুমার ও অংশগ্রহণ করবেন এবং রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে রাজ্যের দুটি উপনির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে।

বলি দুই

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বড়জলা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে দ্রুত বেগে আসা অপর একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনী ও পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সেখান থেকে দেহটি উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

অপরদিকে বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার পাথালিয়া ঘাটে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির সঙ্গে দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কা লাগলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে সিমন দেববর্মা নামে বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। পুলিশ দুটি ক্ষেত্রেই পৃথক মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দুর্ঘটনা রোধে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ কঠোর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। যানবাহন এবং বাইক অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলাচল করছে। গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সে কারণেই দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারনা নাগরিকদের। এব্যাপারে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে। প্রতিদিন পথ দুর্ঘটনায় বহু প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে এবং বহু মানুষ পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রশাসন এই বিষয়ে কঠোর হউক, দাবি রাজ্যবাসীর।

জাতীয় ফুটবল : রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে বাছাইকৃতদের নিয়ে প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। শতাধিক ফুটবলার রিপোর্ট করেছিল। প্রাথমিক বাছায়ের পর এবার প্রশিক্ষণের পালা। সামগ্রিক দিক বিচার করে চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। জাতীয় আসরে খেলার সুযোগ পেতে রাজ্য দলের জার্সি গায়ে লাগানোর উদ্দেশ্যে আজও ৮৬ জন খেলোয়াড় বিশেষ করে ডঃ বি সি রায় ট্রফি ফুটবলের জন্য রিপোর্ট করেছিল। তাদের থেকে প্রথমত জন্ম তারিখের হিসাব এবং দ্বিতীয়ত প্রতিভার পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে ৩৩ জনকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। বুধবারেও বালকদের বিভাগে ৬০ জন বালিকাদের বিভাগে ২০ জন ফুটবলার রিপোর্ট করেছিল। এক কথায় জাতীয় ফুটবল আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত সিলেকশন ট্রায়ালে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। মঙ্গলবার, বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে খেলোয়ারদের উপস্থিতির হার আশাপ্রদ ছিলনা। জাতীয় আসরে খেলার জন্য ত্রিপুরা দলের এন্টি জমা হয়ে গেছে। রাজ্য দল গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলা চলে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র, সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দল যথারীতি অনলাইনে এন্টি জমা করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ট্রায়াল শুরু করেছে মঙ্গলবার থেকে। সাব জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সিলেকশন ট্রায়ালে প্রথম দিনে ১৭ জন ফুটবলার রিপোর্ট করলেও দ্বিতীয় দিন তা বেড়ে কুড়িজন হয়েছিল। সাব জুনিয়র বালক জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য বুধবার ৬০ জন খেলোয়ার রিপোর্ট করেছিল। একইভাবে জুনিয়র বালক তথা ডঃ বিসি রায় ট্রফি জাতীয় ফুটবলের জন্য খেলোয়াররা আজ রিপোর্ট করেছিল।

খেলোয়াড়দের জন্ম তারিখ হতে ১-১-২০০৮ থেকে ৩১-১২ ২০০৯ এর মধ্যে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য সিলেকশন ট্রায়ালে টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ডি. কে প্রধান, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সুভেনজিৎ সিনহা, রাজেশ রায়চৌধুরী এবং কোচ সুজিত ঘোষ ফুটবলারদের প্রাথমিক বাছাইয়ের পুরো ব্যাপারটা দায়িত্ব নিয়ে দেখেছেন। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি কৃষ্ণপদ সরকার রাজ্য দল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল সংক্রান্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণে ছিলেন।

তিন দিনে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত খেলোয়ারদের থেকেই মূলতঃ রাজ্য দল গঠন করা হবে। পাশাপাশি খেলোয়ারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পর্বও চলবে বলে ফুটবল সংস্থা থেকে জানানো হয়েছে।

সচিবকে ঘুমে রেখে টিসিএ-র কমিটিগুলো তৈরি, প্রকাশ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটিগুলো তৈরি। এখন শুধু তা প্রকাশের অপেক্ষায়। যতদূর খবর রয়েছে অ্যাডভাইজারি কমিটি, আম্পায়ার কমিটি, সিলেকশন কমিটির পাশাপাশি জুনিয়র, সিনিয়র সব বিভাগের কমিটির প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। সভাপতির অনুমোদন পেয়ে তা এখন যুগ্ম সচিব এর টেবিলে প্রকাশের অপেক্ষায়। ৯ আগস্ট দুপুরে এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে অনুষ্ঠিত জেনারেল বডির মিটিংয়ে সমস্ত কমিটির রূপরেখার অনুমোদন নিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সভাপতির স্বাক্ষর ও সিল মোহরের পর যুগ্ম সচিবের টেবিলে তা এখন পরিষ্কারভাবে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আরো ২৪ ঘন্টা সেগুলোকে পরখ করে আগামীকাল, শুক্রবার ফলাও করে প্রকাশ করা হবে বলে খবর রয়েছে। যতদূর খবর, সিলেকশন কমিটিতে তারকেশ্বর দাম, জীবন পাল, অমিত দাস কে রাখা হয়েছে। জুনিয়র টিম সিলেকশন কমিটিতে রাখা হয়েছে রাজীব সাহা, গোপেশ ভৌমিক এবং সৌম্য বণিককে। গ্রাউন্ড কমিটির মুখ্য নাজমুল হোসেন। আম্পায়ারদের কমিটিতে রয়েছেন সন্তোষ দাস, সমীর বিশ্বাস সহ আরো একজন। টুর্নামেন্ট কমিটিতে রয়েছেন চিরঞ্জিত পাল সহ আরো কয়েকজন। তবে সহ-সভাপতি তিমির চন্দ এবং সচিব তাপস ঘোষ এ বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে রয়েছেন বলেই খবর। মুখ খুলছেন না কেউই। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট, সেই ১৯ জুলাই এর পর থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পথে। অথচ কোন রকম আপডেট নেই। ক্রিকেট মহল একটু হলেও সমস্তবিষয়েউদ্বিগ্ন রয়েছেন। রাজ্য ক্রিকেটের মান উন্নয়ন এবং প্রসারের লক্ষ্যে ভালো ভালো সবকিছু হলেই কার্যত রক্ষে। বিষয়গুলো আবার আইন আদালত পর্যন্ত গড়ায় কিনা সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

রাজ্য রেটিং দাবা আজ থেকে শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। তিনদিনব্যাপী রাজ্য রেটিং দাবা শুরু আগামীকাল থেকে। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে আসর। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। মোট ৯ রাউন্ডের হবে খেলা। প্রথম দিন হবে ৩ রাউন্ডের খেলা। আসরের সেরা দাবাড়ু পাবেন ৬ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি। আসরের মোট প্রাইজমানি ৩৮ হাজার টাকা। আসরের প্রথম ১২ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ-৭, ৯, ১১, ১৩ এবং ১৫ বিভাগের প্রথম ৩ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। ৬০ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে। উদ্যোক্তাদের আশা আরও বেশ কয়েকজন দাবাড়ু অংশ নেবে। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

প্যেচারথলে প্রাইজমানি ফুটবল ফাইনাল আজ জম্মু - ফুদন্দী মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। মহারণ আজ। খেতাবি দখলরে লড়াইয়ে আগামীকাল মুখোমুখি হবে উদ্যোক্তা জম্মু এফ সি এবং ফুডন্দি এফ সি। পেচারথলের নবীনছড়ার জম্মু ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাইন-এ -সাইড ফুটবল ম্যাচে। শুক্রবার নবীনছড়া স্কুল মাঠে হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচটি। ফাইনাল ম্যাচে মাঠে উপস্থিত থাকবেন ব্লকের বি ডি ও সাগর দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক অনিল চাকমা, চেয়ারম্যান সজল চাকমা প্রমুখ। আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ২০১০০ এবং ১০০৫০ টাকা। এছাড়া থাকছে সেরা গোলরক্ষক, সর্বোচ্চ গোলদাতা, ফাইনাল ম্যাচের সেরা এবং আসরের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার। এদিক ফাইনাল ম্যাচ সুষ্ঠভাবে শেষ করতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মাঠকে। চলছে প্রচার। ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত গোটা পেচাথল মহকুমা।

মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপ: কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি

সিডনি, ১০ আগস্ট(হি.স.) : শুক্রবার থেকে মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়াটার ফাইনালে লড়াই শুরু হচ্ছে। শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সাউথ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, ডেনমার্ক, জ্যামাইকা, মরক্কো। এর আগে গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইতালি ও জার্মানির মতো শক্তিশালী দলগুলো। শিরোপা লড়াইয়ে আছে আর ৮ টি দল। শেষ আটে ওঠা দলগুলোর মধ্যে পাঁচটি দলই ইউরোপের। এশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জাপান। এএফসির সদস্যভুক্ত স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াও শেষ আটে উঠেছে। লাতিন অঞ্চল থেকে গ্রুপপর্ব পেরিয়ে আসা কলম্বিয়াও রয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কে কার মুখোমুখি হবে, তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ

: **স্পেন-নেদারল্যান্ডস
(১১ আগস্ট, সকাল ৭টা)
**জাপান-সুইডেন
(১১ আগস্ট, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট)
**অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্স
(১২ আগস্ট, দুপুর ১টা)
**ইংল্যান্ড-কলম্বিয়া
(১২ আগস্ট, বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট)।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ফিরে দেখা : এশিয়া কাপ

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : ১৯৮৮ এশিয়া কাপ (যা উইলস এশিয়া কাপ নামেও পরিচিত) ছিল তৃতীয় এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৬ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর। টুর্নামেন্টে চারটি দল অংশ নিয়েছিল: ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং স্বাগতিক বাংলাদেশ।

১৯৮৮ এশিয়া কাপ ছিল একটি রাউন্ড-রবিন টুর্নামেন্ট। যেখানে প্রতিটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছিল এবং শীর্ষ দুটি দল ফাইনালে জায়গা করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ভারত ও শ্রীলঙ্কা ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, যেখানে ভারত শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে দ্বিতীয় এশিয়া কাপ জিতেছিল।

এক নজরে:
বিজয়ী :ভারত(দ্বিতীয়বার)
রানার্সআপ: শ্রীলংকা
অংশগ্রহণকারী দল: ৪টি
খেলার সংখ্যা: ৭টি
প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়: নবজিৎ সিং সিধু
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী: পাকিস্তানের ইজাজ আহমেদ(১৯২)
সর্বাধিক উইকেট শিকারি:ভারতের আরশাদ আয়ুব (৯)।

আগামী ২৫ আগস্ট থেকে শুরু একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোর টিকেট বিক্রি

কলকাতা, ১০ আগস্ট(হি.স.) : আগামী ২৫ আগস্ট থেকে শুরু একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোর টিকেট বিক্রি। ১৫ আগস্ট থেকে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা যাবে টিকেটের জন্য। টিকিট নিশ্চিত করতে সহায়তাও করবে আইসিসি।

ধাপে ধাপে বিক্রি হবে বিশ্বকাপের টিকেট। ভারতের ম্যাচগুলোর টিকেট বিক্রির জন্য আলাদা দিন রেখেছে আইসিসি।প্রথম দিন ভারত ছাড়া বাকি দলগুলোর প্রস্তুতি ম্যাচ ও বিশ্বকাপ লড়াইয়ের টিকেট বিক্রি হবে।

থিরুভানান্থাপুরাম ও গুয়াহাটিতে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচ দুটির টিকেট বিক্রি হবে ৩০ আগস্ট। অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত ম্যাচের টিকেট পাওয়া যাবে

বিজ্ঞপ্তি

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ ইং শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মূলে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ভুক্ত ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছিল। প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন পত্রগুলি থেকে মেধার ভিত্তিতে শর্তাধীন পার্থীর তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে। উক্ত পার্থীর তালিকা সকলের অবগতির জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের Website- www.obcw.tripura.gov.in এ দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরের নোটিস বোর্ডেও দেখা যেতে পারে।

উক্ত নির্বাচিত ছাত্রছাত্রী গন আগামী ২০-০৮-২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে [NSP/ BMS Registration FORM 2022-23 and Last year Mark Sheet 2021-22 or 2022-23] অরিজিনাল কাগজপত্র নিয়ে Verification/Authentication করার জন্য OBC Welfare Department অফিসে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পরে কোন রকম Verification/Authentication গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত তালিকায় যদি কোনো ছাত্রছাত্রী যোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে ঐ আবেদনটি বাতিল বলে গন্য হবে। উক্ত নির্বাচিত তালিকার উপর কোনরকম অভিযোগ থাকলে আগামী ২০-০৮-২০২৩ ইং এর মধ্যে OBC Welfare Department অফিসে এসে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পরে কোন রকম অভিযোগ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-750/23

E-Mail: sdfo Bagafal5@ gmail.com
CLAIMANT NOTICE

WHERFAS, it has been reported by Sri Sujit, Das, Fr i/C FPU, Ragafa under Bap.\!a Range on 06.08.2022 vide his No, 35/FPU-Bagala/2022 2023/dated 24.08.2022 and Forwarded by RO. Ray fa Range that Sri Supit Das, Fr gf Bagafa Range intercepted 1(one) nos. Chain saw, Machine on 24.08 2072 41 0.45 PM, at Barmatilia under Devipur Beat area without any valid document
AND WHERES, Sri Sujit Das, Fr 1/C FPU, Bagafa under Bagafa Range seized the «ar! Chain saw, Machine and brought in to the safe custody of Bagafa Range
AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification NO F.7(310)/For/FP/2016/25701-247, dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the SUB¥ Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act,(Trinura 2" Amendment) Act,1986, it is contemplated to confiscate the said Chain saw, for its use in commission of Forest Offence U/S 26/1(a) &(e) of Indian Forest Act.1927 and rules made there under by the Govt. of Tripur
WHEREAS, a aimar Notice was issued from this office vide. NO.F.9 210 p/Anproved SF/2020-2021/8632-639 dated 08.09.2022!
Now THEREFORE, it is over the said Chain saw, ft Fores.sub- Division), authorized person subn t6 the notice of the legal owner of the Chain saw, to prefer his/ her claim in writing to the Authorized Officer (Sub Divisional forest Officer, Bagafa irty) days from the date of issue of this notice or through his/ her legally the relevant valid documents in Original in support to ht, / her Claim. Till such time said Chain saw, |under the safe custody of Ragafa Range if the authorized! owner of said Chain saw, fails to prefer hit re within the stipulated date on any working days, the decision regarding Confiscation of the same will be taken ex. parte.

ICA/D-756/23

Sub- Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 14/EE/PWD(R&B)/STB/2023-24 dated:- 05-08-2023

The Executive Engineer, PWD(R&B) Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
Name of work:-
1) Periodical Renewal of completed PMGSY road TO2(Ashram para) to Chungpring para (LINK no L031) Length= 12.220 K.M) during the year 2023-24 Under Suvarna Jayanti Tripura nirman Yojona (SUTNY) /SH:- WBM- III, Carpeting , Re-carpeting, Repairs of potholes, seal coat sand Seal coat etc. Estimated Cost:- Rs. 65,31,053.00
2) Periodical Renewal of completed PMGSY road T11(B-B Road to Ashwini Tripura para (Length= 4.50 K.M) during the year 2023-24 Under Suvarna Jayanti Tripura nirman Yojona (SUTNY) /SH:- WBM-II,WBM- III, Carpeting , Re-carpeting, Repairs of potholes, seal coat etc. Estimated Cost:- Rs. 83,83,986.00
3) Periodical Renewal of completed PMGSY road T 11(B-B Road) to Santi colony L=4.413 K.M) during the year 2023-24 Under Suvarna Jayanti Tripura Nirman Yojona (SJUTNY) /SH:- WBM- III, Carpeting , Re-carpeting, Repairs of potholes, seal coat sand Seal coat etc. Estimated Cost:- Rs. 46,46,602.00
Bid Fee: Below 50.00 Lakh Rs. 1,000.00 & Above 50.00 Lakh Rs. 4000.00
Last date & time for online Bidding: 25-08-2023 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1821/23

Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

NIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2023-24, Dated-08-08-2023

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur. Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 21/08/2023 for 7 (Seven) nos. Work Tender. For details visit website- hitps://trinuratenders.gov.in or contact through e-mail: eerdamarpurdivision «gmail.com, Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1814/23

Executive Engineer
RD Amarpur Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24 Dated- 07-08-2023.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 10.00 A.M. on 21-08-2023 for the following work: -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No:31/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 15,26,073.18	Rs.30,521.00	90 Days	Up to 10:00 A.M. on 21-08-2023.	At 10:30 A.M. on 21-08-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No:32/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 15,28,423.51	Rs.30,568.00	90 Days				
3	DNIeT No:33/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 5,61,141.11	Rs.11,223.00	90 Days				
4	DNIeT No:34/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 24,24,657.98	Rs.48,493.00	90 Days				
5	DNIeT No:35/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 13,10,335.06	Rs. 26,207.00	90 Days				
6	DNIeT No:36/DNIeT/EE/ PWD/SBM/DIVN/2023-24	Rs. 1,94,492.60	Rs. 3,890.00	365 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.

Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

ICA/C-1812/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আগরতলা পুর নিগমের অফিস থেকে জনসাধারণকে জাতীয় পতাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। স্বাধীনতার ৭৬ তম বর্ষ উদযাপন এবং অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৩ - ১৫ ই আগষ্ট প্রতি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি পালিত হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সিটি সেন্টার স্থিত আগরতলা পুর নিগমের অফিস থেকে জনসাধারণকে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানের উদবোধন করে মন্ত্রী শ্রী রায় বলেন স্বাধীনতার আজাদী কা অমৃত মহৎসবের এই মাসে সমাপ্তি ঘটবে। তাই গত বছরের মতো এই বছর ও ১৩-১৫আগস্ট হর ঘর তিরঙা কর্মসূচি পালনের জন্য আহ্বান জানান। মেয়র শ্রী মজুমদার রাজ্যের সব জনগণকে এই মহতী কর্মসূচিতে যোগদান করে দেশ মাতৃকার প্রতি নিজের অবদান রাখতে অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিরা।

আগুনে পুড়ে ছাঁই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ আগস্ট।। আগুনে পুড়ে ছাই একটি বসত বাড়ি খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বসত ঘর গুলি। ঘরের কোন জিনিস রক্ষা করা যায়নি এই আগুনের হাত থেকে ,সর্বশান্ত পুরো পরিবার। কি ভাবে এই আগুনের সূত্রপাত জানা না গেলেও তবে এলাকাবাসীদের অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে অনুমান। অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বিলোনিয়া সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা অনাথ বন্ধু দাসের বাড়িতে। অনাথ বন্ধু দাস পেশায় একজন শ্রমিক গত কিছু দিন হলো অনাথ বন্ধু দাস সহ তার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার কারণে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাড়িতে ছেলের বউ ছাড়া কেউ ছিল না। হঠাৎ অনাথ বন্ধুর বাড়ি থেকে চিৎকার শুনা যায় আগুন, আগুন বলে। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশিরা ছুটে যাওয়ার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা একেবারে চরম শিখরে পৌঁছে যায়। ঘর থেকে একটি জিনিষও বের করা যায় নি বলে জানান এলাকাবাসী। পাশাপাশি এলাকাবাসীরা এই পরিবারের দিকে সরকার যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সেই দাবিও রাখেন সংবাদমাধ্যমের সামনে।

বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন গ্রাম ও কৃষকদের উন্নয়নে। গ্রাম উন্নত হলে দেশও এগিয়ে যাবে। সেজন্য কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যেও সেই লক্ষ্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। ফটিকরায়ের নজরুল কেন্দ্রে আজ কুমারঘাট কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে কৃষি যন্ত্রাংশ ও ফলের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধকের বক্তব্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, ক'ষি হল রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আধুনিক ক'ষি পদ্ধতিতে নতুন নতুন যন্ত্রাংশ ব্যবহারের প্রতি আমরা অধিক জোর দিয়েছি। প্রত্যেক প'ায়েতে অন্তত একটি করে ধানের চারা রোপন করার মেশিন দেয়ার চেষ্টা চলছে। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে এই মেশিন দেওয়া হবে। এতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, বর্তমানে গোমতী, দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়েছে। ঊনকোটি জেলা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। ঊনকোটিতে যেখানে খাদ্য শস্যের প্রয়োজন ৭৫ হাজার মেট্রিক টন সেখানে উৎপাদন হচ্ছে ৬৯ হাজার মেট্রিক টন। ক'ষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কোন জমি পতিত ফেলে রাখা হবে না। পতিত জমিতে কোন না কোন ফসল করতেই হবে। তিনি বলেন, ক'ষিতে আমাদের স্বয়ম্ভর হতেই হবে। এই দায়িত্ব ক'ষকদেরও নিতে হবে। রাজ্য সরকার ক'ষকদের পাশে রয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এই জাতীয় অনুষ্ঠানের ফলে মহকুমার ক'ষকরা ফসল উৎপাদনে আরও বেশী উৎসাহিত হবেন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক'ষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার ক'ষকদের যন্ত্রাংশ দিচ্ছে। অন্নদাতা ক'ষকদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি অর্গানিক সার ব্যবহার করে ক'ষকদের চাষবাস করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি ক'ষির সাথে যুক্ত পশুপালন ও মৎস্যচাষে এগিয়ে আসতেও প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস ক'ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শুভ্রেন্দ দাস। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সমতী দাস, জেলাশাসক টি কে চাকমা ও অল ত্রিপুরা ফার্মার্স ক্লাবের সভাপতি প্রদীপ বরন রায়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ মহকুমার দু'টি স্বসহায়ক দল জয়রাম ফার্মার্স ক্লাব ও পূর্ব কা'নবাড়ি ফার্মার্স ক্লাবকে ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের পাওয়ার টিলার, ধান নিরানী মেশিন সহ বিভিন্ন ক'ষি যন্ত্রপাতি তুলে দেন। এছাড়া কিছু ক'ষককে ভর্তকী মূল্যে স্পে মিশিন প্রদান করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে আগত প্রত্যেক ক'ষককে আম, নারকেল, সুপারী সহ বিভিন্ন অর্থকরি ফলের চারা প্রদান করা হয়।

কুকুরের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ মোরগের খামার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। লেফুঙ্গা থানাধীন কালীবাজার সংলগ্ন সুব্রত বিশ্বাসের মোরগের খামারে সঙ্ঘবদ্ধ কুকুরের আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি সংগঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রতিবেশীর কুকুরের আক্রমণে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার মোরগের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় সুব্রত।

কালীবাজার সংলগ্ন রাঙ্গুটিয়া এলাকার সুব্রত বিশ্বাস ঋণ নিয়ে একটি মোরগের খামার তৈরি করেছে। প্রতিবেশীদের প্রায় চার থেকে পাঁচটি কুকুর প্রতিনিয়ত এই মোরগের খামারে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেও হামলা করেছিল। এই বিষয়টি কুকুর মালিকদের পূর্বেই জানানো হয়েছে বলে জানায় সুব্রত। কিন্তু তাতে কুকুর মালিকরা কোন ধরনের কর্ণপাত করেনি। অবশেষে মঙ্গলবার গভীর রাতে কুকুর গুলো সঙ্গবদ্ধ আক্রমণ চালায় মোরগের খামারে। বেড়া ভেঙ্গে মোরগ খাওয়ার পাশাপাশি শতাধিক মোরগ মেরে ফেলে কুকুরের দল। বুধবার সকালে এই ঘটনা সাক্ষুষ করার পর মাথায় হাত পড়ে সুব্রত বিশ্বাসের। বিষয়টি জানানো হয় বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে। এই ঘটনায় ঋণ নিয়ে খামার তৈরি করার পর আর্থিকভাবে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন সুব্রত বিশ্বাস।

উপজাতিদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামছেন প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। এবার উপজাতিদের হয়ে আন্দোলনে নামছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার জনজাতি দিবস পালিত হয় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে। ইতিমধ্যেই তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে জনজাতি নেতৃত্বদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, উপনির্বাচন নিয়ে বৃহস্পতিবার দিল্লির নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। উপ নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

এদিকে এদিন বৈঠকে উপ জাতিদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার পাশাপাশি সকল রাজ্য নেতৃত্বই উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় কিছুদিনের ভেতর জনজাতি জনগোষ্ঠীর লোকেদের থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ অভিযান করা হবে। সদস্য সংগ্রহ করা হবে অফলাইনের মাধ্যমে। তাছাড়া উপজাতি জেলা পরিষদের ১২৫ তম সংশোধনী বিল যা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বারো বছর আগে সংসদে বিল আকারে পাস করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত ৯ বছরে বিজেপি সরকার যা করে উঠতে পারেনি। সেই বিলে ছিল ষষ্ঠ তহশীলে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা। উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করা। উপজাতি এলাকায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচি গার্দাং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সাতচাঁদ ব্লকের অন্তর্গত গার্দাং দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে ও মনুবাজার বন দপ্তরের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয় এক বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান। এই বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল বিশ্বাস, এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান কমল কৃষ্ণ সেন ও এলাকার অবসরপ্রাপ্ত দুই সেনা জোয়ান। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্র ছাত্রী ও এস এম সি কমিটির সদস্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাত ধরে উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল বিশ্বাস। এরপর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত ও বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ। বিধায়ক তার ভাষনে বলেন বন ধ্বংসের কারণে পৃথিবী আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাড়িয়ে। আমরা আমাদের প্রয়োজনে অনবরত বনধ্বংস করে চলছি কিন্তু সে পরিমাণে আমরা বৃক্ষ রোপণ করিনা। তিনি বলেন এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে একদিন পৃথিবী থেকে জীবের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। এজন্য তিনি এই বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান থেকে ছাত্র ছাত্রী সহ সমস্ত অংশের মানুষকে বন সংরক্ষণে আরো বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান। এদিনের বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অবসর প্রাপ্ত দুই সেনা জোয়ানকে দেওয়া হয় সংবর্ধনা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ আগস্ট।। বিশালগড়ের ব্রজপুর এলাকায় একটি প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম শাকিল হোসেন। জানা যায় ওই শ্রমিক প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো। রাত আটটা থেকে সকাল ৮ টা পর্যন্ত তার ডিউটি ছিল। সেই সময় অনুযায়ী প্রতিদিনের মত বুধবার রাতেও সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে যায়। বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ যখন প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে ডাইস খুলতে যায় তখন ওই সে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় বলে জানা যায়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য সহ কর্মীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। বিশালগড় হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা হয়নি। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা যায় তার দুটি ছোট শিশু সন্তান রয়েছে। এছাড়া পরিবারের রয়েছে মা এবং স্ত্রী। পরিবারে শাকিল হোসেনই ছিল একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। তার মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। মৃতের পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি উঠেছে। এদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বীর সেনাদের জন্যই দেশের অখণ্ডতা সুরক্ষিত রয়েছে : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে দেশ সবার আগে। এই ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশজুড়ে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সূচনা করেছিলেন। আজ সন্ধ্যায় আগরতলার পূর্বাশা প্রাঙ্গণে ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচিতে দু'দিনব্যাপী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মেলা ও প্রদর্শনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পর্যটনমী আরও বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষে আমাদের রাজ্যেও মেরি মিট্টি মেরা দেশ ও ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় চেতনায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতেই এ সমস্ত কর্মসূচিগুলি পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃভূমি ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। সীমান্ত এলাকায় বীর সেনানীদের জন্যই দেশের অখণ্ডতা সুরক্ষিত রয়েছে। আমরাও সুরক্ষিত রয়েছি। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত বলেন, ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচিতে জেলার ১৬টি সীমান্ত গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সীমান্ত গ্রামগুলিতে বসবাসরত নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে গতিশীল করতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এই সীমান্ত গ্রামগুলিতে ক্রীড়া ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি দেশজুড়ে পালন করা হচ্ছে। এরমধ্যে ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচিটি একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই পালন করা হচ্ছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন ও অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলার সংগীতে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে, নৃত্যে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ও নাটকে ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয়।

অবৈধভাবে চলা বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ও ডেন্টাল ক্লিনিকে হানা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ আগস্ট।। বুধবার বিকালে সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল আচমকা অভিযান চালায় বিশালগড় বাজারে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ও ডেন্টাল ক্লিনিক গুলোতে ।বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনীর সুস্থি ডেন্টাল ক্লিনিক যেটি প্রথমে দাঁত তোলার কাজ করতো এখন এটি মানুষের দাঁত তোলার পাশাপাশি মানুষের রক্ত পরীক্ষা করে চলছে। আবার এখানে রোগী দেখাও হয়। কিছু দিন পূর্বে সীমান্ত এলাকার এক মহিলা পোঁকা দাঁত ফেলতে এসেছিল কিন্তু গাফিলতি করে ঐ মহিলার দুটো ভালো দাঁত ফেলে দেয়। মহিলা প্রতিবাদ করলে এনিয়ে বচসা শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয় সাধারণ মানুষের খারাপ দাঁতের পরিবর্তে ভালো দাঁত তুলে দামি দামি ঔষধ লিখে দেয় ।সেই ঔষধ তাদের ই এক মেডিকেল দোকান থেকে কিনার পরামর্শ দিয়ে দেন ।কোন দিন ডাক্তার বাবু ক্লিনিকে না আসলে দোকানের মালিক প্রিয়জিৎ দেবনাথ নিজেই স্টেথোস্কোপ গলায় দিয়ে রোগী দেখা শুরু করে দেন।

সাধারণ মানুষের পকেট কাটার এক দারুণ ব্যবসা শুরু করে দেয় সুস্থি ডেন্টাল ক্লিনিক ।এমন অভিযোগে পেয়েই বুধবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার ডাঃ শর্বাণী দেববর্মার নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয় সুস্থি ডেন্টাল ক্লিনিকে ।অভিযান চালিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার ডাঃ শর্বাণী দেববর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান সুস্থি ডেন্টাল ও ল্যাবরেটি সেন্টারের যে রেজিস্ট্রেশন আছে সেটা মেয়াদ উত্তীর্ণ। তাছাড়া এমন অনেক কাগজ পত্র আছে যেগুলোর বৈধতা নেই। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলটি সুস্থি ডেন্টাল ক্লিনিক কে নির্দিষ্ট সময় বেঁধেদেন কাগজপত্র গুলো ঠিক করে নেওয়ার জন্য ।যদি নির্দিষ্ট সময়ে কাগজপত্র গুলো ঠিক করা না হয় তাহলে স্বাস্থ্য দপ্তর সুস্থি ডেন্টাল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজে বিজেপির এক সাংগঠনিক আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ আগস্ট।। জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রকে বামেদের অপশাসন থেকে মুক্তিদিয়ে বসে থাকেননি মন্ডল সভাপতি। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জোলাইবাড়ী বাসী মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্ব লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে চলছে ব্যাপকহারে প্রস্তুতি। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে স্বচ্ছতার সহিত কাজ করেযাচ্ছেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। বর্তমান সময়ে বামেদের একাংশ মন্ডল সভাপতিকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বামেরা চাইছে পুনরায় পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে যা জোলাইবাড়ী বাসী মেনে নেবেনা। সকলে মন্ডল সভাপতির একনিষ্ঠ কাজে সন্তুষ্ট। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার কোয়াইফাং এডিসিভিলেজে এক সাংগঠিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠীত করাহয়। এই সাংগঠনিক আলোচনাসভার মাধ্যমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোযায় তানিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করাহয়। আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনাসভার মাধ্যমে সকলে অঙ্গীকারবদ্ধহয় সি পি আই এম এর সকলপ্রকারের অপপ্রচেষ্টাকে বিফলকরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুলভোটে জয়লাভ করাবে। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনাসভায় উপস্থিত বিজেপির কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

দুইদিন ধরে নিখোঁজ নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ আগস্ট।। দুইদিন ধরে নিখোঁজ এক যুবক। ধর্মনগর হোলি ক্রস কনভেন্ট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আদিত্য থাপা হঠাৎ করে বুধবার ভোর থেকে নিখোঁজ হওয়ায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো ভোর চারটায় সে প্রাতঃকর্ম করার জন্য বুধবার দিন ঘুম থেকে উঠে। তার মা কেয়া থাপা ছেলেকে নিয়ে পড়াশোনার জন্য ধর্মনগরের থানা রোডের আম্বেদকর সরণিতে ভাড়া থাকেন। তার বাবা পেশায় একজন শিক্ষক তিনি শিক্ষকতার জন্য শনি ছড়াতে থাকেন। ছেলের পড়াশোনার জন্য মা ছেলেকে নিয়ে ধর্মনগর থাকেন। তাদের বড় ছেলে পার্শবর্তী রাজ্য আসামে পড়াশোনা করে। বুধবার সকালে প্রাতঃকর্ম সেরে আদিত্য কখন ঘরে এসেছে কিনা তার মা কেয়া তা বলতে পারেনি। যখন কেয়া থাপার ঘুম ভাঙ্গে তখন প্রায় সকাল আটটা বাজে। উঠে ছেলেকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন তিনি। খোঁজাখুঁজি করতে করতে বিবিআই মাঠের কাছে যেখানে স্বাধীনতা দিবসের জন্য সবাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সেখানেও যান। কিন্তু ছেলের কোনও হদিশ পাননি। ছেলেকে না পেয়ে পাগল পাগল হয়ে তার বাবার সাথে যোগাযোগ করে। বাবা-মা দুজনে চিন্তা করে অবশেষে ধর্মনগর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে।

পশ্চিম থানার ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে জেলা পুলিশ সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রমীলাবাহিনীর। ছবি নিজস্ব।

উপনির্বাচন উপলক্ষে ধনপুরে বিজেপির সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ আগস্ট।। বিরোধীদের ঘুমে রেখে ধনপুর বিধানসভা এলাকার সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে বিজেপি। উপনির্বাচনের দিনক্ষণ যতই এগোচ্ছে শাসক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি দ্রুত গতিতে বেড়েই চলছে ।তার এই অঙ্গ হিসাবে আজ আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ধনপুর মন্ডলের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয় ধনপুর টাউন হলে ।এই সাংগঠনিক সভা অংশ গ্রহণ করেন সিপাহীজলা দঃ অংশের জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ মহোদয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শঙ্খ পদ্মলোচন ত্রিপুরা মহোদয় ও ধনপুর মন্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিন্দু দেবনাথ মহোদয় সহ অনন্য নেতৃত্ব ।এইদিনের এই সাংগঠনিক সভায় কিভাবে ধনপুরে পুনরায় পদ্ম ফুল ফোটানো যায় সেই নিয়ে আলোচনা করা হয় এছাড়াও আলোচনা করা হয় উপনির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী কে পিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে পবিত্র বিধানসভায় পাঠানোর জন্য তারা ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রত্যেকটা বুর্থ স্তর থেকে শুরু করে মন্ডল স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক কার্যকর্তাকে প্রত্যেকটা পরিবারের সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ধনপুর বিধানসভাতে বিরোধীদের কিভাবে জামানত জব্দ করা যায় সেই লক্ষ্যেই বিজেপি প্রত্যেকটা কার্যকর্তা কাজ করবে এই সাংগঠনিক সভায় আলোচনা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।